জমি-শিকড়-আকাশ

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

—দু' টাকা—

আষাঢ় ১৩৬৭ সাল

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি, বি, প্রেস, ৩২-ই, ল্যান্সডাউন-রোড, হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

সর্বেশ্বর সুর করিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। প্রায়-মুখস্থ শ্লোকগুলির উচ্চারণ-সুখে বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন। অধ্যায় শেষ হইলেও কিছুক্ষণ কান পাতিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ছন্দ-মাধুর্য কানের মধ্যে তখনও যেন ঝংকার তুলিতেছে। অবশেষে গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া প্রণাম করিলেন। সযত্নে যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

উঠিলেন।

খড়মের শব্দে সচকিত হইয়া স্ত্রী সুনয়না খাবার লইয়া আসিলেন। সর্বেশ্বর চিঁড়া-দই মাখিতে আরম্ভ করিয়াই থামিয়া গেলেন।—কলা নেই ?

না।—সুনয়না বলিলেন।—থাকবে কোত্থেকে ?

কালকেই তো আনা হ'ল ?—সর্বেশ্বর অবাক হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

রাত্রে দুধের সঙ্গে সকলকে দিলাম যে।

সর্বেশ্বর মুখ নামাইয়া প্রতিক্রিয়া গোপন করিয়া ফেলিলেন। সশব্দে খাইতে আরম্ভ করিলেন।

সুনয়না সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, আজ বাজার থেকে এনো আবার। রেখে দোব তোমার জন্যে।

সর্বেশ্বর কোনও জবাব দিলেন না।

বাবা, স্বামীজী এসেছেন।—ছোট মেয়ে উমা আসিয়া খবর দিল।

যাচ্ছি। বসতে বল্।—সর্বেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলেন।

স্বামী গৌড়ানন্দই সর্বেশ্বরকে অভ্যর্থনা করিলেন, আসুন। অনেক দিন যান নি আশ্রমে! ভাবলাম, অসুখ-বিসুখ হ'ল নাকি!

সর্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, না না। পরীক্ষার হাঙ্গামা গেল। সময়ই পাই নি।

আজ বিকেলের দিকে আসুন না। প্রফেসর দত্ত যাবেন। আলাপ করা যাবে।

যাব।—সর্বেশ্বর জবাব দিলেন। একটু ভাবিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভালই লাগে। আমার মনে হয়, রামমোহনবাবুর অবিশ্বাস বিশ্বাসেরই আর এক রূপ।

এথিক্‌স্ মানেন, রিলিজিয়ন মানেন না।—গৌড়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, নীতি মানেন, ঈশ্বর মানেন না।

কিন্তু কান আর মাথার মত দুটোর সম্বন্ধ।—সর্বেশ্বর দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বাভাবিক সহজ কথায় বলিয়া উঠিলেন, একটা মানলে আর একটা স্বতঃসিদ্ধের মত মানা হয়ে গেল যে।

গৌড়ানন্দ সমর্থনে হাসিলেন শুধু। বলিলেন, ভাল কথা, বীরেশ্বরের সুবিধে কিছু হ'ল?

কি হবে?—সর্বেশ্বর বলিলেন, নিজে কোন চেষ্টা করবে না—

কি করবে তবে?

যা করছে। দালালি।

দালালি?—গৌড়ানন্দ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, দালালি করতে পারবে?

কি করবে!—সর্বেশ্বর সখেদে বলিলেন, বাড়িতে সেধে কে বড় চাকরি দিতে আসবে বলুন? অর্ডার-সাপ্লাই, দালালি এই সব করে আর কি। একটা কিছু করতে তো হবেই? একা আর পেরে উঠছি না

স্বামীজী। একটা হেডমাস্টারের আয় যে দেশে একজন রাজমিস্ত্রির আয়ের সমান, সে দেশে প্রফেসরির চেয়ে দালালিই ভাল। অনেক বেশি পয়সা। একটু থামিয়া বলিলেন, সংসারটা বড় হাঙ্গামা স্বামীজী। আবার বলিলেন, আপনারা বেশ আছেন। আশ্রম- জীবন! এক-একবার ভাবি—

সর্বেশ্বর শেষ করিলেন না। গৌড়ানন্দ স্মিতহাস্যে বুঝিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন না, কি ভাবেন। বলিলেন, কিন্তু সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত জীবন, সেই তো আদর্শ।

বড় কঠিন স্বামীজী।

কঠিন তো বটেই।—স্বামীজী সমর্থন করিলেন।

কেহই আর অগ্রসর হইলেন না। সংকোচ বোধ করিলেন সম্ভবত। গৌড়ানন্দ পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, আপনার ভাই—বীরেশ্বরের কাছে অনেক আশা করেছিলাম।

সর্বেশ্বর একটুখানি করুণ হাস্যসহকারে বলিলেন, আশা! আমার কাছেও অনেকে অনেক আশা করেছিল স্বামীজী। আশা!

গৌড়ানন্দ বেদনার সুরে কহিলেন, তাই বটে।

আপনার লেখাটা শেষ হয়েছে?—সর্বেশ্বর হঠাৎ যেন ধ্যানলোক হইতে নামিয়া আসিলেন।

গভীর তৃপ্তির উপর দিয়া ছোট স্মিত হাস্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। গৌড়ানন্দ বলিলেন, হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। দেখাব আপনাকে।

দেখব।—সর্বেশ্বর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইংরাজীতেই লিখেছেন শেষ পর্যন্ত?

হ্যাঁ।—গৌড়ানন্দ অহেতুক দৃঢ়স্বরে কহিলেন, শুধু বাংলা দেশের জন্যে ওটা লিখি নি আমি। গোটা পৃথিবীর লোকে পড়ুক—এই

আমার ইচ্ছে। অবশ্য না-পড়ার স্বাধীনতা তাদের রইল।—বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পড়বে না কেন, পড়বে।—সর্বেশ্বর সান্ত্বনা দিলেন।

যাবেন তা হ'লে সন্ধ্যেবেলা ?

নিশ্চয় যাব।—সর্বেশ্বর বলিলেন, আপনার বইখানা দেখব।

আচ্ছা, উঠি তবে। বেরুবেন নাকি ?

হ্যাঁ, বাজারের দিকে যাব। বাজারটা নিজেই করি স্বামীজী।

গৌড়ানন্দ গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। একটু দাঁড়াইয়া বলিলেন, খাওয়ার জিনিস নিজের রুচিমত কেনার একটা আনন্দও তো আছে ?

তা আছে।—সর্বেশ্বর লজ্জার পরিবর্তে গর্ব বোধ করিলেন এবার।

গৌড়ানন্দ চলিয়া গেলেন। সর্বেশ্বর ভৃত্য লোচনকে সঙ্গে লইয়া বাজারের দিকে রওনা হইলেন।

পথে দ্বিতীয় কালীবাড়ির উদ্দেশে প্রণাম শেষ করিয়া পা বাড়াইতেই সর্বেশ্বর বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। বীরেশ্বর।

সর্বেশ্বরের গায়ে ঠেকিয়া প্রায় হোঁচট খাইয়া উঠিল বীরেশ্বর। লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, ও, দাদা!

হ্যাঁ।—বলিয়া নিঃশব্দে সর্বেশ্বর অগ্রসর হইলেন।

বীরেশ্বর ধীরে ধীরে কয়েক পা চলিয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ছুটিয়া সর্বেশ্বরকে ধরিয়া বলিল, একটা কথা। আমি একটা মিথ্যে কথা ব'লে এসেছি। তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে—

সর্বেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি কথা ?

কয়েক দিনের জন্যে কিছু টাকা লোন নিতে হ'ল। সাগরমল দিতে চায় না। অনেক ব'লে-ক'য়ে—। বলেছি যে, বাড়িটা আমাদেরই।—বীরেশ্বর নিঃসংকোচে ঝরঝর করিয়া বলিয়া গেল।

সর্বেশ্বর বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। অবশেষে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তাই সত্যি ব'লে স্বীকার করতে হবে? আমি বলব, এটা কাকার বাড়ি নয়, আমাদেরই? আমি—আমি বলব এই মিথ্যে কথা?

আচ্ছা, থাক্।—বীরেশ্বর বিবেচনা করিয়া বলিল, দোষ তো নেই কিছু। শুধু কথা। টাকাটা তো সাত দিনের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, থাক্। জিজ্ঞেস করবে না বোধ হয়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বীরেশ্বর দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল।

যদি জিজ্ঞেস করে?—সভয়ে ভাবিল বীরেশ্বর। নাঃ।

বাড়ি ফিরিয়া বীরেশ্বর নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ দরজায় পিঠ লাগাইয়া বাহিরের পৃথিবীটাকে যেন পিছনে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিল। মাথাটা বারকয়েক ঝাঁকিয়া লইল মনে মনে। মুক্ত বীরেশ্বর এবার হালকা দেহে ছোট টেবিলটার দিকে অগ্রসর হইল। কাগজের নিশানা দেওয়া বইখানা খুলিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে পড়িতে আরম্ভ করিল।

সাগরমল!

তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল বীরেশ্বরের মুখে। চার-পাঁচ লাইন গোড়া হইতে আবার পড়িতে হইল। বার্গসঁয়ের 'এলঁভাইটালে'র তলায় সাগরমল এবার ডুবিয়া গেল। মাঝে মাঝে মনে আসে, কিন্তু বসে না আর। স্থানাভাবে সাগরমলেরা বীরেশ্বরের মন হইতে তখন খসিয়া গেল।

পড়িতে পড়িতে সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে ছোট টিপ্পনীর সমালোচনা লিখিয়া যাইতেছিল বীরেশ্বর। 'এটা যুক্তি নয়', 'প্যাঁচ', 'নো', 'ফ্যালাসি'। ইত্যাদি।

দরজায় কে ধাক্কা দিল।

ঠাকুরপো, দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছ কেন? খোল।

সুনয়না।

কেন?—বীরেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল।

খাবে না? সকালে বেরিয়ে গেছ, কিছুই তো খাও নি!

কিচ্ছু খাব না বউদি। খিদে নেই।—বীরেশ্বর করুণস্বরে কহিল।

দরজা খোল তো। কাজ আছে।

বীরেশ্বর পাতার সংখ্যাটা দেখিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুনয়না ঘরে ঢুকিয়া বইখানা বন্ধ করিয়া দিলেন।—চল।

বীরেশ্বর হতাশ দৃষ্টিতে বইখানার দিকে একবার তাকাইয়া সুনয়নার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

খাইতে আরম্ভ করিয়া বীরেশ্বর হাসিয়া বলিল, আজকে সাগরমলের কাছে কি চমৎকার মিথ্যে কথাটা বলেছি বউদি।

তাই নাকি?—সুনয়না উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা বলতে পার তুমি?

পারি না? খুব পারি। এখন জলের মত বলতে পারি। না বললে ছাড়ে না যে!

তা হ'লে বলবে না কেন? বেশ করেছ। সুনয়না বলিলেন। আমি আরও ভাবছিলাম, তুমি দীপিকাদের ওখানে গেছ।

না না।—বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

সুনয়না কিছুক্ষণ সস্মিত নয়নে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, কিছু আশা-ভরসা পেলে?

কিসের আশা-ভরসা?—বীরেশ্বর যেন চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, বড় ভুল বুঝেছ বউদি। ওসব

আশাভরসার কোন স্থান নেই আমার জীবনে। ওর চেয়ে অনেক—অনেক বড় কাজ আছে আমার।

কি কাজ?

বীরেশ্বর মনে মনে লজ্জিত হইল। ছি-ছি! একান্ত নিজস্ব গোপন কথা কাহারও কাছে বলা হাস্যকর। কিন্তু বউদি—। বউদির কাছে বলা যায়। ভাবিল বীরেশ্বর।

লেখাপড়ার কাজ তো?—সুনয়না আবার বলিলেন, সে আমি বলেছি দীপিকার কাছে। একটু ছিট আছে।

ছিটই বটে। বীরেশ্বর বউদির অজ্ঞতায় কৃপাহাস্য করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার সঙ্গে তার দেখা হ'ল কোথায়?

সুনয়না মিটিমিটি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এসেছিল।

এখানে?

হ্যাঁ। সেইজন্যেই তো বলছি। আমারও মনে হ'ল যেন—

যেন কি?—বীরেশ্বর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার নতমুখে হাত ধুইতে ব্যস্ত হইল।

আর বেশি বেগ পেতে হবে না তোমায়। এখন শুধু—

বীরেশ্বর উঠিয়া পড়িল।—ভুল, ভুল বউদি। ওকে চিনতে পার নি।

বাহির হইবার মুখে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—কি বলছিলে? ওঃ! খেপেছ? সর্বনাশ! মুখেও এনো না।

ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা আবার বন্ধ করিতে যাইয়া বীরেশ্বর থামিয়া রহিল কিছুক্ষণ। দরজা খোলা রাখিয়া হাত দুইটা নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বইখানা খুলিয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া আবার বন্ধ করিয়া রাখিল। একখানা খাতা বাহির

করিয়া খুলিয়া শেষ লাইনটার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পোঁ করিয়া একটা মোটর-সাইকেল আসিয়া বাড়ির সম্মুখে ক্যাঁচ করিয়া থামিয়া গেল। মচমচ শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া মিলিটারী ভঙ্গীতে ঘরে প্রবেশ করিল একজন সতেজ বলবান যুবক। বলেন্দু।

বীরেশদা!—বলেন্দু বসিয়া টেবিলে একটা কিল মারিয়া বলিল, আজকে ছটায় রেডি হয়ে থাকবেন।

কি ব্যাপার বলুন তো?—বীরেশ্বর বলেন্দুর ধাক্কা খাইয়া যেন জাগিয়া উঠিল।

শিকারে যাব। বাঘ মারা দেখতে চেয়েছিলেন না?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

আজ নিয়ে যাব আপনাকে। খুব ভাল ক'রে মাচা বানানো হয়েছে। যাবেন তো?

যাব।

বেশ। ছটায়। এটা কি বই? নাম পড়িয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরে বাবা! সাংঘাতিক!

বীরেশ্বর মৃদুহাস্যে বইখানা হাতে তুলিয়া লইল।

কোন দার্শনিক ব্যাপার নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক-দর্শন বলা যায়।—বীরেশ্বর করুণার সঙ্গে বুঝাইয়া দিল।

বলেন্দু হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া সভয়ে বলিল, মাথায় থাকুন। তা হ'লে ছটা। আমি তুলে নিয়ে যাব।

একটা লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল বলেন্দু। যেমন আসিয়াছিল তেমনই সশব্দে বাহির হইয়া গেল। মোটর-সাইকেলের ভটভট শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বীরেশ্বর জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সৈন্য !—হঠাৎ মনে হইল বীরেশ্বরের। এতক্ষণে অবজ্ঞা করিতে পারিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সরিয়া আসিল ভিতরের দিকে। ঘড়ি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল। অনেক কাজ আছে।

বইখানা এবং খাতাখানা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়া বীরেশ্বরও বাহির হইল। পথে নামিতেই সর্বেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা হইল। সর্বেশ্বর বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। বীরেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সাগরমলের সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি ?

না—সর্বেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিলেন।

বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। সর্বেশ্বর বাড়ির মধ্যে ঢুকিলেন।

সুনয়না জিজ্ঞাসা করিলেন, মাছ আন নি ?

সর্বেশ্বর সহর্ষে বলিলেন, এনেছি। একেবারে টাটকা পাবদা মাছ।

কই, দেখি ?—লোচনের হাত হইতে মাছের পুঁটলিটা লইয়া খুলিতে লাগিলেন সুনয়না।

সর্বেশ্বর জামা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, বেশ ক'রে একটু সরষে দিয়ে—বুঝেছ ?

আচ্ছা।—সুনয়না আশ্বাস দিলেন।—কলা এনেছ ?

এনেছি এক কাঁদি।—সর্বেশ্বর ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, ছোঁয়া যায় না। দিন দিন যেন বাড়ছেই দাম। উঠানে ছায়ার দিকে দৃষ্টি পড়ায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বেলা হয়ে গেছে। একটু তাড়াতাড়ি কর।

বীরেশ্বর রাস্তা হইতে পলাতকের মত ঢুকিয়া পড়িল দীপিকাদের বাড়ি। দীপিকার দাদা প্রদীপের নাম ধ'রিয়া একবার ডাক দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। প্রদীপ ঘরেই ছিল। বীরেশ্বর শরীরটা প্রদীপের বিছানায় এলাইয়া দিয়া বলিল, দরজাটা বন্ধ করে দাও ভাই।

দীপিকাও ছিল ঘরে। হাতের বইখানা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রদীপের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

প্রদীপ বলিল, কি ব্যাপার বীরেশদা ? কেউ তাড়া করেছে নাকি ?

হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর।—বীরেশ্বর একটু ধাতস্থ হইয়া হাসিয়া জবাব দিল।

কে ?—দীপিকা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল।

সবাই।—বীরেশ্বর আলস্যভরে বলিল, ব্যবসা তো কর নি প্রদীপ!

ব্যবসাই তো ভাল।—প্রদীপ বলিল।

ভাল, আর উঠতে না হ'লে।—নিজের কাছে বলিল বীরেশ্বর।

উঠতে না হ'লে!

অতল কাদার মধ্যে নাক পর্যন্ত ডুবে গেলে অবস্থাটা কি রকম হয় ? ভাল ? বরাবর বাস করলে ভালই বোধ করি। কিন্তু আমাকে যে আবার উঠে আসতে হয়।

ব্যবসা কাদার মত বুঝি ?—দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল।

হ্যাঁ। আর মানুষগুলো কেঁচোর মত, কিলবিল করে।

দীপিকা খিলখিল এবং প্রদীপ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর হাসি-হাসি মুখে বিরস তীক্ষ্ণকণ্ঠে আবার বলিল, যতক্ষণ থাকি আমাকেও করতে হয়। ওদের মতই। কি করব বল ?

প্রফেসরি না হোক, একটা মাস্টারিও তো কোনখানে নিতে পারতেন। প্রদীপ দুঃখ প্রকাশ করিল।

পারতাম। কিন্তু সেও তো আর এক রকমে কিলবিল করতে হ'ত, পয়সার অভাবে।

এ কথা সমর্থন করে না প্রদীপ। অন্তত প্রতিবাদের মহৎ সুযোগ পাইয়া উদাত্ত কণ্ঠে বলিল, পয়সাকে আপনি এত উচ্চে স্থান দিচ্ছেন কেন বীরেশদা?

বড় দুঃখে প'ড়ে ভাই।—বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল।—কিন্তু উচ্চে তো নয়। পয়সা থাকলেও লোকে কাদার মধ্যে কিলবিল করে।

তবে?

জীবনটাই কিলবিল করছে এখনও—বীরেশ্বর জবাব না দিয়া হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট মন্তব্য করিয়া উঠিল।

তা হ'লে তো পয়সা থাকা না-থাকা সমান।—প্রদীপ বলিল।

বীরেশ্বর শূন্য হইতে মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে নামিয়া আসিল। বলিল, না না না। পয়সার আমার বড় প্রয়োজন। আত্মরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন। অল্প সময়ে বেশি পয়সা।

দীপিকা আলোচনায় যোগ দিতে না পারিয়া এতক্ষণ অস্বস্তিবোধ করিতেছিল এবার বলিল, কি করবেন বেশি পয়সা দিয়ে?

অনেক কাজ।—সংক্ষেপে বলিল বীরেশ্বর।

প্রদীপ হাসিয়া দীপিকাকে বলিল, সেদিন বীরেশদার বউদি বললেন না—

ছিট আছে।—দীপিকা মিষ্টি করিয়া একটু হাসিল।

বীরেশ্বর কিছুটা নিস্পৃহ, কিছুটা উৎসুক কণ্ঠস্বরে বলিল, আমার নামে যা-তা নিন্দে করেছেন বুঝি বউদি?

হ্যাঁ। বউদি কিন্তু আপনার নিন্দেয় পঞ্চমুখ একেবারে।—দীপিকা স্পষ্ট সোহাগের সুরে বলিল। বলিয়া বীরেশ্বরের দিকে চাহিতে তাহার একাগ্র চক্ষুর উপর মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া রহিল। বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি দৃষ্টি সরাইয়া কিছু বলার তাগিদে বলিতে যাইয়া মুখ দিয়া বাহির হইল, অনেক কাজ—অনেক। দীপিকার সুরটা মনের তলায় ঢেউ তুলিয়া বহিয়া যাইতেছিল।—স্পষ্ট। এই তো স্পষ্ট।

বীরেশ্বর উঠিয়া বসিল।

প্রদীপ বলিল, আবার কি কাজ?

কাজ?—বীরেশ্বর হাতড়াইতে লাগিল।

অনেক কাজ ব'লে উঠে বসলেন যে?

ওঃ!—বীরেশ্বর জাগ্রত হইল।—কাজ আছেই তো। এখুনি বেরুতে হবে আবার।

কাদায়?—প্রদীপ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

কি করব বল?

বাহিরের মোটর-সাইকেলের উদ্ধত শব্দে থামিয়া বীরেশ্বর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। বলিল, বলেন্দুবাবু বোধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা জোর করিয়া দীপিকার উপর পতিত হইল। কিন্তু দীপিকার নত চক্ষু দেখা গেল না।

জুতার অশান্ত আওয়াজে বীরেশ্বর নিঃসন্দেহ হইল। এবার বলিল, বলেন্দুবাবু। আবার শুইয়া পড়িল।

দীপিকা আড়চোখে দেখিয়া লইল।

প্রদীপ আছ?—বলিতে বলিতে বলেন্দু ঝড়ের মত ঢুকিয়া পড়িল ঘরে। একটুখানি থমকিয়া দাঁড়াইল। বীরেশদা নাকি? বেশ, আপনার সঙ্গে আবারও দেখা হয়ে গেল।

প্রদীপ উঠিয়া বসিতে দিল। দীপিকাও উঠিতেছিল, দরকার হইল না বলিয়া আবার বসিল। কিন্তু বলেন্দু না বসিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাথার একটা ঝাঁকুনিতে চুলগুলি সরিয়া গেল পিছনে। বলিল, না বসব না আমি। সময় নেই। বীরেশদা, আপনি কিন্তু রেডি হয়ে থাকবেন।

বীরেশ্বর ক্লান্তস্বরে বলিল, হ্যাঁ, থাকব।

কোথায় যাবেন?—প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল।

শিকারে।—বলেন্দু প্রসঙ্গটাকে চাপিয়া ধরিল।—যাবে নাকি?

যাব—প্রদীপ আবদারের সুরে কহিল। নেবেন?

আজ না।—বলেন্দু খুশি হইয়া জবাব দিল, আর একদিন নিয়ে যাব।

দীপিকা বলিল, বাঘ মারবেন নাকি বলেনবাবু?

না, বলেনদা।—প্রদীপ আপত্তি করিয়া উঠিল, বাঘ দেখলে আজ মারবেন না কিন্তু। আমি তা হ'লে দেখতে পাব না। আজকে হরিণ।

যা পাই।—বলেন্দু হাসিয়া বলিল।—ও, ভাল কথা। কালকে খেলা আছে মাঠে। যাও তো কার্ড দুটো রেখে দাও।

দুইখানা কার্ড বাহির করিয়া ধরিল।

আপনি খেলছেন তো?—দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল।

প্রদীপ বলিয়া উঠিল, ওরে বাস্ রে! বলেনদা না খেললে টাউন ক্লাব খেলেছে তবে।

বলেন্দু মৃদুমন্দ হাসিতেছিল।

কিন্তু দুখানা দিলেন কেন?—প্রদীপ বলিল।

বলেন্দু বলিল, দীপিকা দেখতে চেয়েছিল যে।

একটু চমকিয়া উঠিল দীপিকা। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত বেশি

আসিয়া গেল। কিন্তু জোর করিয়া বলিল, হ্যাঁ, ভারি ইচ্ছে করে ফুটবল-খেলা দেখতে।

বীরেশ্বর নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ উঠিয়া বসিল। বলিল, যাই প্রদীপ।

বীরেশদা, খেলা দেখবেন নাকি ?—বলেন্দু জিজ্ঞাসা করিল।

না।—বীরেশ্বর ঔদাস্যভরে কহিল। খেলা আমি দেখি না। সময়ই পাই না।

তুচ্ছ খেলা-টেলা দেখেন না বীরেশদা।—বলেন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিল, অনেক উচ্চমার্গে উঠে গেছেন। যেসব বইপত্র দেখেছি পড়তে, সাংঘাতিক! বীরেশদা বয়সে আমার সমানই; কিন্তু মনে মনে আমার ঠাকুরদার মত।

বীরেশ্বর ছাড়া সকলেই হাসিয়া উঠিল! বীরেশ্বর একটু যেন লজ্জিত হইল। বাহাদুরির ঢঙে কোন কথা না বলিতেই সে কৃত-সংকল্প। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এই ভুলটা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া অনুতপ্ত হইল। বলিল, তা হ'লে তো শিকারের জন্যে লাফাতুম না। খেলা দেখতে আমার ভাল না লাগলে কি করব বলুন? যেদিন ভাল লাগে, সেদিন যাই।

কোনও দিন ভাল লাগে আপনার ?—বলেন্দু কহিল, আমার কিন্তু মনে হয় না।

প্রদীপ সাক্ষী আছে।—বীরেশ্বর শরীরটা যেন একটু আলগা করিয়া দিল একটু হাসিয়া।—বল তো প্রদীপ, গত বছর তোমার সঙ্গে একদিন খেলা দেখতে যাই নি ?

প্রদীপ এবং বলেন্দু উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। ঘরের রুদ্ধ-কাঠিন্য গলিয়া সহজ হইয়া গেল দীপিকার কাছে।

তবে ?—বলেন্দু হাসিতে হাসিতে বলিল। ঘড়ি দেখিয়া হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িল! আচ্ছা, চলি তবে।

দীপিকা বলিয়া উঠিল, দাঁড়িয়েই চ'লে যাচ্ছেন? বসবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন নাকি?

বলেন্দু ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।—হ'ল তো? প্রতিজ্ঞা করি নি, দেখ।

দীপিকা ততক্ষণে নতমুখে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরব হইয়া গিয়াছে।

বলেন্দুর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য দীপিকার উপর আটকাইয়া গেল। একটুখানি অচেতন বিস্ময়ের আভাস খেলিয়া গেল চোখে। প্রদীপকে বলিল, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না কিন্তু। আর একেবারে খেলার মাঠে।

বেশ, আমরা চ'লে যাব।—প্রদীপ বলিল।

এবার উঠি।—বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বলেন্দু। —বীরেশদার দেরী আছে তো?

না, চলুন।—বীরেশ্বরও উঠিয়া পড়িল।—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

সোজা বাসায় এখন!

আমি একটু বাজারের দিকে যাব।

আমি দিয়ে যেতে পারি আপনাকে।

না না।—বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি আপত্তি করিয়া উঠিল। ওসব কলের গাড়িতে আমার সুবিধে লাগে না।

আবার! বীরেশ্বর আবার অনুতপ্ত হইল।—তবে প্রয়োজন হ'লে কোন প্রশ্ন নেই।

বলেন্দু কিন্তু কৃপাহাস্যের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া সশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বীরেশ্বর দরজার কাছে যাইয়া একবার ফিরিয়া তাকাইল। বাহিরে বলেন্দুর গাড়ীর গর্জন শোনা গেল।

প্রদীপ খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, ওই যে! বলেনদা গাড়ি স্টার্ট দিলে।

দিলেই তো। বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। তীক্ষ্ণ মৃদুকণ্ঠে আবার বলিল, প্রদীপ যখন বলেনদা বলে, আমার মনে হয় বলদা বলছে। ছোট এক ঝলক হাসির সঙ্গে বীরেশ্বরও আর কোন দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল।

প্রদীপ আর দীপিকা পরস্পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল। শেষে প্রদীপ মুচকি হাসিয়া বলিল, বলেনদাকে দেখতে পারেন না বীরেশদা।

হ্যাঁ।—বলিয়া দীপিকা অধোমুখে পড়িতে আরম্ভ করিল।

৩

গৌড়ানন্দ দাঁড়াইয়া আশ্রমের গাভী-দোহন পরিদর্শন করিতেছিলেন।

সের পাঁচেক হবে মনে হয়, কি বল?

তা তো হবেই।—দোহনকারী গোয়ালা বলিল।

এ বেলা এর বেশি হয় না।—গৌড়ানন্দ বলিলেন, বাছুরকে কষ্ট দিয়ে দুধ বেশি করা ভাল কথা নয়।

নাঃ।—গোয়ালা সমর্থনসূচক ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এই সময়ে সর্বেশ্বর উপস্থিত হইলেন।

আসুন।—গৌড়ানন্দ অভ্যর্থনা করিলেন।

সর্বেশ্বর হাতের লাঠিটা ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। গাভীটার দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন, এ গাইটাই আপনার সবচেয়ে ভাল, বেশ সুলক্ষণা। দুধও বোধ করি ভালই দেয়?

এ বেলা সের পাঁচেক হয়।—গৌড়ানন্দ সবিনয়ে বলিলেন—ন , বসিগে।

চলুন।—সর্বেশ্বর সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া গেলেন। মৃদু ধরা গলায় বলিলেন, আশ্রমের একটা জাদু আছে।

গৌড়ানন্দ সহাস্যে নিরর্থক প্রশ্ন করিলেন, কেন ?

আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, আমাদের ঋষিযুগে ফিরে এসেছি। তেমনই শান্ত সমাহিত পরিবেশ। তেমনই।—হঠাৎ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, ভারতবর্ষ আপনাদের কাছে ঋণী স্বামীজী। ভারতের আত্মাকে আপনারাই আজও ধ'রে রেখেছেন, মরতে দেন নি।

গৌড়ানন্দও গম্ভীর হইলেন। খোলা বারান্দায় একখানা চেয়ার সর্বেশ্বরকে আগাইয়া দিয়া নিজে আর একটায় বসিলেন! একটু যেন লজ্জা বোধ করিলেন। বলিলেন, চেয়ারে ব'সে একটুও আরাম পাই না আমি, কিন্তু আপনারা, যাঁরা আসেন—একটা মাদুর আনব ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। খুব ভাল হবে।

চেয়ারগুলি এক পাশে সরাইয়া গৌড়ানন্দ একটা মাদুর বিছাইয়া দিলেন।

প্রফেসর দত্ত আসিলেন। রামমোহন দত্ত। মাদুর দেখিয়া বলিলেন, আজ কি খাঁটি ভারতীয় মতে ?

গৌড়ানন্দ কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, বসুন। রামমোহনবাবুর একটু কষ্ট হবে।—সর্বেশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন।

আবহাওয়াটা দত্ত শুঁকিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন, কিছু না। আমিও তো ভারতীয় আত্মারই অংশ।

সর্বেশ্বর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, আমি বলছিলাম স্বামীজীকে। ভারতের ঋষি-আত্মা আপনারাই আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন একটু পরে যোগ করিয়া দিলেন, মরতে দেন নি।

অধ্যাপক ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া দৃষ্টিকটুতার প্রায় সীমানায় আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, আত্মা! ঠিক শব্দটাই আপনি ব্যবহার করেছেন। ঋষি-আত্মা!

গৌড়ানন্দ বলিলেন, ভারতের সনাতন শাশ্বত আত্মাই ঋষি-আত্মা। এই তো বলতে চেয়েছেন আপনি?—সর্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিন্তু রাজসিক ক্ষত্রিয় আত্মাও তো ভারতের সনাতন? কাজেই ওটা আলাদা ক'রে বলাই ভাল হয়েছে।—রামমোহন যুক্তি দিলেন।

গৌড়ানন্দ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। স্থানচ্যুত হইয়া নীচে চাপা পড়িয়া যাইতেছেন অনুভব করিলেন। অথচ কথাগুলিও প্রায় অর্থশূন্য অথবা অবান্তর। বিদ্রূপ?—চকিতে ভাবিলেন একবার।

রামমোহন আবার বলিলেন, তা ছাড়া অনার্য তামসিক আত্মা, সেও ভারতের সনাতন। যে আত্মা প্রচণ্ড আর্য-আত্মাকে প্রায় ধ্বংস ক'রে একচ্ছত্র রাজত্ব করছে আজও।

সর্বেশ্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।—ভুল করছেন আপনি। আত্মা তামসিক হয় না। রাজসিকও হয় না। তমসায় আচ্ছন্ন হতে পারে। ঋসি-আত্মা বলতে আমি মুক্ত জ্ঞানী আত্মার কথাই বলেছি। যাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁরা নমস্য।

বিনীত হাস্যে গৌড়ানন্দ উদ্যত রামমোহনকে বাধা দিলেন এবার। বলিলেন, কিন্তু আর বেশিক্ষণ খড়্গ চালালে সেটাও ম'রে যাবার ভয় আছে যে।

তিনজনই হাসিয়া উঠিলেন।

রামমোহন বলিলেন, আমি বলতে চাইছিলাম যে, শুধু ভারতের আত্মা বলতে ঠিক কোন্‌টা বোঝায় বলা মুশকিল।

বলেন কি?—সর্বেশ্বর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

গৌড়ানন্দ এতক্ষণে সোজা হইয়া বসিলেন।

ওঃ! তাই বুঝি ঋষি-আত্মা শব্দটা এত সমর্থন করেছেন?—সর্বেশ্বর কহিলেন।

ভারতের আত্মা বলতে আপনার কি মনে হয়?—গৌড়ানন্দ সতেজে প্রশ্ন করিলেন।

অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত। কিন্তু যাঁরা বলেন, তাঁদের অর্থ বুঝি।

কি বোঝেন?—গৌড়ানন্দ আবার গুরু গম্ভীর প্রশ্ন করিলেন।

বুঝি যে, তাঁরা বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা আর ভারতবর্ষ একাকার মনে করেন।

ভুল করেন?

মারাত্মক ভুল। কতকগুলি পুঁথিমাত্র, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবনের কোন যোগ নেই। বাইরের জগৎকে আমরা ধাপ্পা দিচ্ছি। নিজেকেও। এই পুঁথি সম্বল ক'রে আমরা দুনিয়ার স্পিরিচুয়াল লিডার-শিপের পদের জন্য দরখাস্ত করেছি। কেউ কেউ পিঠ চাপড়াচ্ছে। অতি হাস্যকর পরিস্থিতি।

সর্বেশ্বর উত্তেজনায় বাক্যহীন হইয়া গৌড়ানন্দের মুখের দিকে তাকাইলেন। গৌড়ানন্দ স্থিতপ্রজ্ঞ-ভঙ্গীতে মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, অনেকগুলি তীক্ষ্ণ শব্দ সৃষ্টি করলেন আপনি। দেশকে ভালবাসেন ব'লে রাগ ক'রে বলছেন হয়তো। কিন্তু সত্য বলেন নি। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কথা বাদ দিলাম। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী এ যুগের কথা। জীবনের সঙ্গে যোগ নেই?

রামমোহন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, অবতারের লিষ্টটা আর একটু বেড়েছে। কিন্তু নতুন দেবতা আর মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র। জীবন একটানা অব্যাহত নিজের খাতেই চলেছে। একটুও এদিক ওদিক হয় নি তো! সোল অব ইণ্ডিয়া!—রামমোহন হাস্য করিলেন।—পৃথিবী এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে—স্পিরিচুয়াল লিডার ভারত পথ দেখাবে!

নিশ্চয়ই দেখাবে। সর্বেশ্বর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

নিজে দুচোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে! অন্ধের মত ধাক্কা খেতে খেতে এগুচ্ছে।

কিন্তু এগুচ্ছে। গৌড়ানন্দ গুঁজিয়া দিলেন।

খানার দিকে কি না ঠিক নেই—রামমোহন হাসিয়া জবাব দিলেন।

গৌড়ানন্দ দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে বলিলেন, সে ভয় নেই। আপনার ওই অবতার, দেবতা আর ঋষিদের নিষ্কম্প আলো জ্বলছে সম্মুখে। দিক ভুল হবার ভয় নেই।

সর্বেশ্বর উচ্ছ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে গৌড়ানন্দের দিকে তাকাইলেন, বলিলেন, এর ওপর কোন কথা নেই।

রামমোহন যেন হঠাৎ অশেষ ক্লান্তি বোধ করিলেন। একটুখানি হাসিয়া নীরব রহিলেন। গৌড়ানন্দ বিজয়-গৌরবে সস্মিতবদনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সর্বেশ্বর বেশি সময় দিতে রাজি হইলেন না। গৌড়ানন্দকে বলিলেন, কই, আপনার লেখাটা দেখাবেন না?

ওঃ, হ্যাঁ।—গৌড়ানন্দ উঠিয়া খাতাখানা আনিয়া দিলেন। বলিলেন, নিয়ে যান। কিন্তু বেশি দেরি করবেন না। পাঠাতে হবে।

সর্বেশ্বর নামটা পড়িলেন। গীতা অ্যাণ্ড দি মডার্ণ ওয়ার্ল্ড। নাম

পড়িয়া অধিকতর শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিল চোখে মুখে।

নামের মধ্যেই আইডিয়াটা অনেকখানি ফুটে উঠেছে মনে হচ্ছে! অন্তত তাই চেয়েছি আমি।—গৌড়ানন্দ বলিলেন।

চমৎকার নামটা হয়েছে।—সর্বেশ্বর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

গৌড়ানন্দ কিছু বলিবার জন্ম বলিলেন, রামমোহনবাবু পড়েছেন।

ভাল হয়েছে লেখা।—রামমোহন জড়তা ভাঙিয়া বলিলেন, শুধু ভারতীয় নয়, ইউরোপীয় দর্শনও উনি সমগ্রভাবে বিচার করেছেন। বেশ পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই করেছেন। তবে—। একটু হাসিয়া বলিলেন, ওই—ব্যাক টু গীতা। আবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু লেখা হিসেবে সার্থক হয়েছে। আমার মনে হয়, ভালই চলবে। আজকাল এসব বইয়ের কাটতি অনেক বেড়েছে সব দেশে। নাম-করা কাউকে দিয়ে একটা ভূমিকার মত লিখিয়ে নিতে পারলে সুবিধে হয়।

রামমোহনবাবুর আপত্তি শুধু 'ব্যাক টু গীতা'য়।—গৌড়ানন্দ বলিলেন।

কতগুলি অসুবিধে আছে কিনা।—রামমোহন বলিলেন, ব্যাক টু একবার আরম্ভ করলে আর শেষ নেই যে! ব্যাক টু বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, কন্‌ফুসিয়াস। অফুরন্ত। এক আমাদেরই কত রকম আছে। শেষ কোথায়? তার চেয়ে সমস্ত পৃথিবীর জন্যে একটা ফরোয়ার্ড কিছু করা যায় না?

গৌড়ানন্দ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, সমন্বয়? তাই তো আমি চেষ্টা করেছি রামমোহনবাবু।

বেদান্তের ভিত্তিতে।—রামমোহন হাসিয়া বলিলেন, যাই হোক, বইখানার আদর হবে এ আমি বলতে পারি। বিক্রি ভাল হবে।

বিক্রি ভাল হোক, এ আমি চাইই তো।—গৌড়ানন্দ স্পষ্ট উক্তি

করিলেন। আমার আশ্রমেরও টাকার প্রয়োজন। আর যারা কিনবে, তারা পড়বেও নিশ্চয়ই ?

পড়বে। সেই কথাই বলছিলাম।—রামমোহন বলিলেন।

কিনলে তো আর না প'ড়ে ফেলে দিতে পারে না, কি বলেন ? —সর্বেশ্বর কহিলেন।

গৌড়ানন্দ হাসিয়া উঠিলেন।

রামমোহন ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বেদনার সুরে বলিলেন, আমাকে আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি ঠিক—ঠিকমত বলতে পারিনি হয়তো।

না না।—গৌড়ানন্দ এবং সর্বেশ্বর অনুতপ্ত কণ্ঠে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন।

গৌড়ানন্দ সর্বেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিলেন, জানেন ? ওঁর কাছে আমি অনেক ঋণী। পরামর্শ দিয়ে, বই দিয়ে, নানা রকমে উনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমি স্বীকার করেছি ভূমিকায়।

সর্বেশ্বর বিস্মিত হইলেন। রামমোহন বিনীত প্রতিবাদ করিয়া বিদায় চাহিলেন।

চলুন। আমিও যাচ্ছি।—সর্বেশ্বর বলিলেন। বিদায় লইয়া উভয়ে একসঙ্গে রওনা হইলেন। পথে রামমোহনই প্রথম কথা বলিলেন।

বিশ্বাস করুন মাস্টার মশাই, স্বামীজীকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলার ইচ্ছে আমার এতটুকু ছিল না। কিন্তু—। আমার যেন কোন স্বাধীনতাই নেই।—অনেকটা যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, যা বলতে চাই নে, কে যেন ঠেলে বার ক'রে দেয় মুখে। শরীর ?

সর্বেশ্বর সহসা কোন জবাব দিতে পারিলেন না।

অবশ্য এও সত্যি যে, মনে মনে যে ভাবে ভাবি, আমি তাই বলেছি।

তবে তো আপনার মনই বলেছে।—সর্বেশ্বর এবার বলিলেন।

কিন্তু তা তো নয়। ওভাবে না বলার সংকল্পও তো আমার মনেরই! তা নয়।—হঠাৎ আবার বলিয়া উঠিলেন, হবে হয়তো। আমি সংকল্প করি, মন ভেঙে দেয়।

গভীর দার্শনিক সমস্যা এটা। কাজেই এর মীমাংসা নেই বোধ হয়।—সর্বেশ্বর বিষয়োচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিলেন।

না না।—হাসিয়া হালকা স্বরে রামমোহন বলিলেন, দার্শনিক সমস্যা হিসাবে আমি বলি নি কিন্তু। নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দার্শনিক? না না।

সর্বেশ্বরও হাসিয়া নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিলেন। এক সময়ে বলিলেন, এক দিক দিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আপনার মিল আছে। আপনিও অবিবাহিত সুখী মানুষ। সংসারের ঝামেলা নেই। মুক্ত।

বিয়ে করিনি, কিন্তু সংসার তো আমার আছেই মাস্টার মশাই।

সর্বেশ্বর হাসিলেন একটু।—বিয়ে-করা সংসার অন্য রকম ব্যাপার রামমোহনবাবু।

হঠাৎ রামমোহন থামিয়া গেলেন। বলিলেন, আচ্ছা, নমস্কার। আমার এই দিকে একটু কাজ আছে।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত পাশের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া গেলেন। সর্বেশ্বর অবাক হইয়া সেই দিকে কিছুকাল তাকাইয়া থাকিয়া আবার চলিতে লাগিলেন।

ছোট শহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল সকালবেলায়। বলেন্দু প্রকাণ্ড বাঘ মারিয়া আনিয়াছে। সকাল হইতেই অবিরাম লোক আসিতেছে বলেন্দুর বাড়ি। বলেন্দু অমায়িক হাসিমুখে দেখাইতেছে এবং শিকার-কাহিনী বর্ণনা করিতেছে।

প্রদীপের সঙ্গে দীপিকাও আসিয়া দেখিয়া গেল। একবার বাঘ, আর বার বলেন্দুর দিকে তাকাইতে দীপিকার চক্ষে যাহা ফুটিয়া উঠিতেছিল, বলেন্দু দেখিয়াছে এবং বিজয়ী বীরের প্রাপ্য জয়মাল্যের মত হেলায় গ্রহণ করিয়াছে।

প্রদীপ ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ-বাঘ নাকি বলেনদা?

বলেন্দু জোরে হাসিয়া উঠিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিল, না, মেয়ে-বাঘ। —বলিয়া দীপিকার চক্ষু দুইটি দখল করিয়া ফেলিল।

দীপিকার মনে হইল, মৃত বাঘটা সে নিজেই।

ফিরিবার পথে প্রদীপ বলিল, শক্তিমান পুরুষ বলেনদা।

দীপিকা কোন জবাব দিল না।

বীরেশদাও তো ছিলেন সঙ্গে?—খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া প্রদীপ আবার বলিয়া উঠিল, তাঁকে তো দেখলাম না?

দীপিকা মৃদুস্বরে বলিল, ঘুমুচ্ছেন বোধ করি এখনও। নয়তো বই নিয়ে বসেছেন এতক্ষণ।

চল্, দেখে যাই বীরেশদাকে। যাবি?

কি হবে? দীপিকা হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

প্রদীপ আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

নিজের উপর রাগ হইল দীপিকার। অর্থহীন। মুহূর্তে বদলাইয়া বলিল, চল, যাই।

সর্বেশ্বরের গীতাপাঠের শব্দে বীরেশ্বরের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গেল। অতৃপ্ত চক্ষে জ্বালা এবং ক্লান্তি লইয়াও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দুই হাতে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে ভালই লাগে সংস্কৃত শ্লোক। যুক্তিকে অসার করিয়া দেয় এত জোরের সঙ্গে বলা, এত কবিত্ব!—বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিল বীরেশ্বর।

হঠাৎ যেন তাড়া খাইয়া ধাবিত হইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাজে সময় নষ্ট করার কাজগুলি সারিয়া আসিয়া বীরেশ্বর বই খুলিয়া বসিয়া গেল।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিল চক্ষু। চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ মন আর চক্ষুর ধস্তাধস্তির পরে অবশ মাথাটা নিঃশব্দে টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। ঘুমে।

ঘণ্টাখানেক পরে সুনয়না ডাকিতে আসিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া গেলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরে প্রদীপ আর দীপিকা আসিয়া পৌঁছিল।

দীপিকা ডাকিয়া লইয়া আসিল সুনয়নাকে। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে দীপিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর জাগিয়া উঠিয়াই শশব্যস্তে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। পরক্ষণে হাসির শব্দটা কান হইতে মস্তিষ্কে আঘাত করিল, যখন মুখ তুলিয়া দেখিল সকলকে। চমকিয়া একটু যেন গুটাইয়া গেল। অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিল প্রদীপদের।

দীপিকা বলিল, আমি দাদাকে বলেছিলাম, হয় ঘুমুচ্ছেন, নয়তো পড়ছেন। দেখছি, আপনি দুটোই করছেন।

ও, হ্যাঁ।—বীরেশ্বর সলজ্জ জবাব দিল।

সুনয়না বলিলেন, ইচ্ছে ক'রে তো ঘুমোয় না। চোখ ভেঙে পড়লে ঠাকুরপো কি করবে?

বাঘ দেখে এলাম বীরেশদা।—প্রদীপ প্রথম কথা বলিল।

ওঃ! তোমরা বাঘ দেখতে বেরিয়েছ বুঝি?—বীরেশ্বর বই বন্ধ করিয়া ফেলিল। তাই বল।-দীপিকার দৃষ্টি খুঁজিতে লাগিল—বৃথা। দ্বিতীয়বার বলিল, তাই বল। হ্যাঁ, বলেন্দুবাবুর হাত খুব ভাল। এক গুলিতেই শেষ করেছেন অত বড় বাঘটাকে।

প্রদীপের শরীরটা যেন চনচন করিয়া উঠিল।—সত্যি, কি হাত!

বীরেশ্বর কঠিন কণ্ঠে বলিল, শুধু হাত নয়; গায়ে বলও আছে বলেন্দু বাবুর। অসাধারণ!

দীপিকা এবার জানালার দিক হইতে ফিরিয়া তাকাইল। সুনয়না তাহার হাত দুইটা ধরিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে গল্প করব, চল। কাজ করব আর গল্প করব।

বীরেশ্বর আরও কিছু বলিবার জন্য গুছাইতেছিল। বলা হইল না। সুনয়না দীপিকাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

বীরেশ্বর নীরব হইল। প্রদীপ আলমারির বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল কিছুক্ষণ পরে বীরেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া বলিল, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে প্রদীপ। তোমরা বউদির সঙ্গে গল্প কর।

একসঙ্গেই যাচ্ছি, চলুন না।—প্রদীপ বলিল, দীপিকা আসুক।

আমার সময় নেই যে।—পায়চারি করিতে করিতে বলিল বীরেশ্বর, তা ছাড়া আমি অন্য দিকে যাব। তুমি ব'স প্রদীপ।

বীরেশ্বর বাহির হইয়া গেল।

প্রদীপ অবাক হইয়া মুহূর্তকাল মূঢ়ের মত তাকাইয়া থাকিয়া দীপিকাকে ডাকিল। সুনয়না এবং দীপিকা উভয়ে ছুটিয়া আসিল।

বীরেশদা চ'লে গেলেন।—প্রদীপ অসহায়ের মত বলিল।

চ'লে গেল?—সুনয়না ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।—দেখেছ? না খেয়েই চ'লে গেল।

জরুরী কাজ আছে বোধ করি।—বলিয়া দীপিকা আলমারির কাছে গিয়া বই দেখিতে আরম্ভ করিল।

তোমরা কিন্তু ব'স ভাই।—সুনয়না বলিলেন, আমি এক্ষুনি আসছি।

সবই প্রায় নতুন বই।—দীপিকা বলিয়া উঠিল।

সুনয়না ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যা রোজগার করে, অর্ধেক টাকাই তো বই কিনতে যায় ঠাকুরপোর।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বীরেশদা ও-রকম ক'রে চ'লে গেলেন কেন বুঝলাম না।—প্রদীপ বলিল।

কি রকম?—দীপিকা প্রশ্ন করিল।

মনে হ'ল যেন—। কথাবার্তা নেই, হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন।

প্রদীপের দিকে পিছন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল দীপিকা। মুখ টিপিয়া হাসিল একটু আড়ালে। বলিল, কিছু ব'লে গেলেন না?

শুধু বললেন, বেরুতে হবে, কাজ আছে।

দীপিকা কোন কথা না বলিয়া একটার পর একটা বই খুলিয়া একটু দেখিয়া রাখিয়া দিতে লাগিল।

প্রদীপ তাড়া দিল, চল্। আর দেরি করছিস কেন?

বীরেশদার বউদি বসতে বললেন যে। জলখাবার করছেন।

কেন রে ?

না খেয়ে যেতে দেবেন না।—বলিয়া দীপিকা ঘুরিয়া আসিয়া বসিল।

মাস্টার মশাই আসছেন।—প্রদীপ দেখিতে পাইয়া বলিল।

সর্বেশ্বর আসিয়া প্রদীপদের দেখিয়া দরজার সম্মুখে থামিলেন। বলিলেন, বীরেশ নেই বুঝি ?

না।—বলিয়া প্রদীপ ও দীপিকা উভয়েই দাঁড়াইল।

ব'স ব'স।—সর্বেশ্বর বলিলেন। আরে, তোমরা দেখ নি, বলেন্দু মস্ত বাঘ মেরে এনেছে একটা ?

হ্যাঁ, দেখে এসেছি আমরা।—দীপিকা বিনীত জবাব দিল।

আমিও দেখে এলাম। মস্ত বড় বাঘ। রয়াল বেঙ্গল বোধ হয়। বলেন্দু ভাল শিকারী হয়ে উঠেছে তো!—সহর্ষে বলিতে বলিতে সর্বেশ্বর ভিতরের দিকে গেলেন।

পরক্ষণে আচমকা বীরেশ্বর আসিয়া প্রবেশ করিল ঘরে। কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া আক্রোশের সুর বাহির হইল। বলিল, কাছেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাসায় নেই এখন। পরে যেতে হবে।

বলা শেষ হওয়ামাত্র মুখমণ্ডল আরও কুঞ্চিত হইল বীরেশ্বরের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া লইল, দীপিকা হাসিতেছে কি না! ধরিতে পারিল না।

ভাল হয়েছে।—প্রদীপ বলিল, বউদি আমাদের ঘরে বন্ধ ক'রে কোথায় যে চ'লে গেলেন! চুপচাপ ব'সে আছি আমরা।

তাই নাকি ?—বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি বলিল, আচ্ছা, ডেকে আনছি আমি।

দীপিকা বলিল, আপনি বসুন না। উনি আসবেন এখুনি। আপনার

তো কিছুই খাওয়া হয় নি এখনও? বলছিলেন বউদি।

শান্ত দৃষ্টিতে তাকাইল বীরেশ্বর। দীপিকাও চক্ষু সরাইয়া লইল না এবার।

সুনয়না আসিয়া তিনজনকেই ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিদায় লইয়া পথে নামিয়া দীপিকা হঠাৎ বলিল, বই লিখছেন।

কে?—প্রদীপ বোকার কত প্রশ্ন করিয়াই পরক্ষণে সংশোধন করিয়া লইল।—ও, বীরেশদা?

দীপিকা শুধু ঘাড় নাড়িল।

হ্যাঁ।—প্রদীপ বলিল, দেখেছি খাতা।

দীপিকা একটু মধুর হাসি মিশাইয়া বলিল, ঐ রকম পাগলাটে কবি-কবি গোছের মানুষ তো! বড় লেখক হবেন আমার মনে হয়।

কিন্তু কবিতা তো লিখছেন না! কি মাথামুণ্ডু লিখছেন, এক লাইনও বোঝা যায় না।

দীপিকা সগর্বে হাসিয়া বলিল, বোঝা যায় না?

খুব উঁচু দরের লেখা হচ্ছে বোধ হয়। প্রদীপ সমর্থন করিল ভাবটা।

৫

পিতৃহীন প্রদীপ ও দীপিকার মাতা শান্তিলতাই এখন তাঁহাদের অভিভাবিকা। দীপিকার খেলা দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি করিলেন।—মেয়েছেলে আবার ফুটবল খেলা দেখে কি?

বাঃ!—দীপিকা ভয়ে অস্বস্তিতে বলিল, দাদার সঙ্গে তো যাচ্ছি। তা ছাড়া বলেনবাবু অত ক'রে অনুরোধ ক'রে গেছেন, না গেলে অসন্তুষ্ট হবেন না?

শান্তিলতা দমিয়া গেলেন। কিন্তু কথা বন্ধ করিলেন না।—বড়লোকের মেয়েরা যায়, তাদের শোভা পায়। গরিবের মেয়ে, ফুটবল-খেলা দেখে! কর্গে যা খুশি।—বকিতে বকিতে সরিয়া গেলেন।

খেলার মাঠে যাওয়ার রাস্তার ধারে এক চা-কোম্পানির অফিসের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল বীরেশ্বর। দীপিকার সঙ্গে অনিবার্যভাবে চোখাচোখি হইল।

প্রদীপ ডাকিতে গিয়া দীপিকার তর্জনীর মৃদু আঘাতে থামিয়া গেল। বীরেশ্বর তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। দীপিকার শরীর এবং চক্ষু সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়া গেল যেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বীরেশ্বরের ক্ষেত্রসীমা পার হইয়া গেলে আবার সাহসী হইল দীপিকা। ফিরিয়া চাহিতে দেখিল, বীরেশ্বর তখনও তাকাইয়া আছে। একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল দীপিকার শরীর।

ধীরে ধীরে অফিসের মধ্যে প্রবেশ করিল বীরেশ্বর।

কি মশায়? প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া দরাজ আওয়াজে বলিয়া উঠিলেন, বেশ, আর পাত্তাই নেই আপনার?

নিমেষের মধ্যে জাদুমন্ত্রের ক্রিয়া হইল কথা কয়টিতে। পেটের তলা হইতে যেন বীরেশ্বর চমৎকার এক বীরেশ্বরকে বাহির করিয়া দিল। সুরে সুর মিলাইয়া সে বলিল, আর বলবেন না, সুবোধবাবু। নানান ঝামেলায় আর আসতেই পারি নি। কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে সুবোধবাবু।

মনে থাকলেই ভাল।—সুবোধবাবু প্রবোধ মানিলেন না।

মনে আছে ঠিক। ভুলব কেন? আবার আসতে হবে না?

ব্যবসা ক'রে খাই যখন? এক দিনের তো কাজ নয়?—বীরেশ্বর পাকা ব্যবসায়ীর মত বলিয়া গেল।

সেই তো ভাবি।

পাই নি, বুঝলেন না? পার্কার ফিফ্‌টিওয়ান কারও স্টকে নেই। অর্ডার দিয়ে রেখেছি আমি।

অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া গেল বীরেশ্বর। সুবোধ লাহিড়ীর সঙ্গে নাড়ীর যোগসূত্র বাঁধা আছে যেন! মনে হইল তার।

কি যে বলছেন, মশায়!—সুবোধ লাহিড়ী ধাপ্পা দিল, কালকে আমি নিজে দেখলাম টাউন স্টোর্সের দোকানে।

বীরেশ্বর হাঁফ ছাড়িল। টাউন স্টোর্সের খবরটা সৌভাগ্যক্রমে তাহার জানা ছিল। আনন্দে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, এটা তো ভুল কথা বললেন সুবোধবাবু। আমি আজও ওদের কাছে খবর নিয়েছি। এক মাস হ'ল ওদের স্টক ফুরিয়ে গেছে।

কোথায়?

টাউন স্টোর্স।

আরে, না না।—সুবোধ তাড়াতাড়ি সংশোধন করিলেন। টাউন স্টোর্স কে বললে? দাস ব্রাদার্স। দাস ব্রাদার্সের দোকানে।

দাস ব্রাদার্স?—বীরেশ্বর একটু অনিশ্চিত কণ্ঠে বলিল, ওদের ঐ যে, কি নাম ওর? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললে যে এখনও আসে নি?

কবে?

তবে হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম পরশু দিন। কাল যদি এসে থাকে বলতে পারি নে। আজকেই খোঁজ নেব আমি।

এসেছে।—সুবোধ লাহিড়ী বলিলেন, অনেক নতুন কলম এসেছে ওদের। অবশ্য ঠিক ফিফ্‌টিওয়ান আমি দেখি নি—বুঝলেন না।

বুঝেছি।—বীরেশ্বর গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল, আচ্ছা, আজকেই দেখব আমি।

একটু থামিয়া নীচু গলায় বলিল, সুবোধবাবু, কোদালি আর ছুরির অর্ডারটা কিন্তু আমাকে করিয়ে দিতে হবে।

আপনাকে দিয়ে আমার লাভ কি মশায়?

কেন?—বীরেশ্বর কালো মুখে বলিল, আপনার প্রাপ্য তো আমি কোনদিনই ফাঁকি দিই নি।

না না। তা আমি বলছি নে।—সুবোধ পরম বিবেচকের মত বলিলেন, তা ছাড়া দর-কষাকষি ক'রে চশমখোরের মত প্রাপ্য আদায় করা আমার স্বভাব নয়, তা তো জানেন।

তা তো জানি।

বন্ধুবান্ধবের উপকার করব একটু, এর আবার দরাদরি কি?

তা তো বটেই।

আরে মশায়, আর সকলের মত তাই যদি পারতাম, তবে বাড়িতে এদ্দিন অট্টালিকা উঠে যেত।

হেঁ—হেঁ।

গলা আরও ছোট করিয়া সুবোধ লাহিড়ী বীরেশ্বরকে বিশ্বাসের ভাগী করিয়া বলিলেন, জানেন, জটুবাবু আমাকে সিক্স পার্সেণ্ট অফার দিয়ে গেল এই অর্ডারের জন্তে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু আমি ব'লে দিয়েছি যে, তা পারব না। সব কাজই আপনাকে দিয়ে দেব—আর কাউকে দেখতে হবে না? সকলের সঙ্গেই যখন একটা ভালবাসা হয়েছে।

তাই তো। সেই তো কথা।—বীরেশ্বর অনুভব করিল নাড়ীর সেই

যোগসূত্রটা ক্রমশ ছিন্ন হইয়া আসিতেছে। বাক্‌শক্তি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি আবার বলিল, তা ছাড়া আপনার প্রাপ্য তো আমিও—মানে, দেবই। আচ্ছা, উঠি এখন। কাল আবার আসব।

বাহির হইয়া বীরেশ্বরের মুখ দিয়া প্রথম চাপা শব্দ নির্গত হইল, বদমাস!

পথিক একজন থমকিয়া দাঁড়াইল।

আপনাকে নয়।—বলিয়া বীরেশ্বর অগ্রসর হইল।

পথিক পিছন হইতে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল।

চোর!—কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আবার বলিল বীরেশ্বর।

বলিয়াই চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল এবার। কেহ শুনে নাই!

মিনিট পাঁচেক চলিবার পর আবার দাঁড়াইতে হইল বীরেশ্বরকে। এটা খেলার মাঠের রাস্তা। যে রাস্তায় দীপিকা গিয়াছে।

সবেগে ঘুরিয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হইল।

কিন্তু এ পথে আসিয়াও মারাত্মক ভুল করা হইয়াছে, বীরেশ্বর বড় বিলম্বে বুঝিতে পারিল।

রাস্তার পাশের এক দোকান-ঘর হইতে কে একজন ডাকিয়া উঠিল, ও মশায়! শুনে যান।

ঘরে ঢুকিতে বীরেশ্বরের দেহটা যেন লজ্জায় ছোট হইয়া গেল। কিন্তু নির্লজ্জের ভঙ্গীতে বলিল, আমি বড় লজ্জিত কুঞ্জবাবু।

কিন্তু আমি আর কদ্দিন লজ্জা করব বলুন?

কঠিন কথায় বীরেশ্বরের সহজ হইয়া আসিল অবস্থাটা। বলিল, কি করব বলুন? পুরো টাকা অ্যাড্‌ভান্স করেছি। আজ কাল ক'রে

ক'রে শেয়ারগুলো দিচ্ছে না। না ঠকলে তো লোক চেনা যায় না। যাই হোক, আর দুটো দিন সময় দিন কুঞ্জবাবু। যা হয় একটা ব্যবস্থা করবই। না হয় তো আপনার টাকাই আমি ফেরত দিয়ে যাব।

এটা কি কোন কথা হ'ল বীরেশবাবু? আপনি বলুন, টাকা দিয়েছি টাকা ফেরত নিতে?

না না। তা তো নয়ই, তা তো নয়ই। আচ্ছা, তিন-চার দিনের মধ্যেই আমি ব্যবস্থা করছি। আপনি ভাববেন না।

আবার তিন-চার দিন হয়ে গেল?—তীক্ষ্ণধী কুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করিলেন

ঐ দু-তিন দিন আর কি। আচ্ছা—

বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। অত্যন্ত ক্রোধে এবার নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। একটা বোঝাপড়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ছাপ মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এই যে, বীরেশবাবু। চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

কোথায়?—আগে চকিত প্রশ্ন করিয়া পরে চাহিয়া দেখিল বীরেশ্বর। —কে, মাস্টার মশায় নাকি?

হ্যাঁ। ছটা বাজে, মিত্তির-বাড়ি যাচ্ছেন নিশ্চয়ই?—এক মুখ হাসিলেন মাস্টার মশাই।

বীরেশ্বরের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাসিতেও হইল। বলিল, হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয় ওখানে রোজই, 'না' বলি কি ক'রে বলুন?

দেখা হবেই! আমারও যে এ বছর অন্তত পঁচিশটে টাকা না বাড়ালেই চলছে না। আর বাড়াতে পারে হিরণ মিত্তির।

রোজ ঘণ্টাখানেক দিতে পারলে হয়ে যাবে আপনার। আমি যে আধ ঘণ্টার বেশি পারছি নে। তাও তো রেগুলার নয়।

রেগুলার হওয়া চাই। ইতিহাস দেখুন না। চোখের সামনে কজন হুড়হুড় ক'রে উঠে গেল। কিন্তু রেগুলার অন্তত ঘণ্টা খানেক চাই।

বীরেশ্বর এবার সহজভাবে প্রাণ খুলিয়া হাসিল!

হিরণ মিত্রের বাড়ির গেটের সামনে আসিয়া বীরেশ্বর হঠাৎ বিদ্রোহ করিল। বলিল, আপনি যান মাস্টার মশাই। আমি আজ পারব না। শরীরটা ভাল নেই।

গা ঘিনঘিন করছে? ভাল কথা নয়। আসুন না, কথাবার্তা বিশেষ না বলতে পারেন, শুধু হেঁ-হেঁ ক'রে যাবেন।

বীরেশ্বর হাসিল।—তাও পারব না। অবশ্য না যাওয়া পর্যন্ত আমার পেমেণ্টের অর্ডার পাব না তাও জানি। কিন্তু—। আচ্ছা, নমস্কার। বীরেশ্বর আর দাঁড়াইল না।

ক্লান্ত দেহটা আর টানিতে অক্ষম হইয়া বীরেশ্বর একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল বিশ্রামের আশায়। অন্তত মনের বিশ্রাম। কোন্‌টা যে বেশি ক্লান্ত বিচার করিতেও আলস্য বোধ হইল যেন। শূন্যমনে চায়ের বাটিতে আরামে চুমুক দিতে দিতে নিঃশেষ করিয়াও খালি বাটিটার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিল।

চমক ভাঙিল বলেন্দুর নামোচ্চারণে। কে একজন বলিতে বলিতে আসিল, বলেন্দু একাই তিনটে দিয়েছে।

তিনটে?—আর একজন।

এখনও মিনিট পনরো আছে তো! শুধতে পারে।—তৃতীয়।

দূর! শুধবে কি? কটা খায় আরও, দেখ না।

কিচ্ছু না, বাজে টিম।

না হ'লে হাফ টাইমে তিনটে গোল খায় ?

তিনটে কোথায় ? চারটে খেয়েছে তো। বলেন্দু তিনটে আর বিষ্টু একটা।

পচা টীম।

টীম খুব পচা নয়। কিন্তু হাফ-ব্যাক নেই যে।

হাফ-ব্যাক নেই কেন ?

আছে। কিন্তু না থাকাই ভাল ছিল।

বীরেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া চায়ের পয়সা দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল রাস্তায়। ছুটিতে ছুটিতে তৎক্ষণাৎ করণীয় নানা কাজের তালিকায় মনটাকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিতে লাগিল।—সাগরমল ! এখুনি একবার যাওয়া দরকার। ভাববে কি ? নিশিকান্ত ! নিশিকান্তের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। আজকেই। শেয়ার সে দেবে কি না ! আর তারিখ নয়। আজকেই চাই। হিরণ মিত্রের সঙ্গেও একবার দেখা করা খুব উচিত ছিল। টাকা পেতে দেরি হ'লে সাগরমল ফ্যাসাদ করবে।

সশব্দে চিন্তা করার অপূর্ব কার্যকারিতায় বীরেশ্বর খুশি হইল। সুর করিয়া শাস্ত্রপাঠের উপকারিতা আছে বোধ হয়, হঠাৎ মনে হইল। সামান্য বিড়বিড় শব্দেও মন অনেকখানি কাবু থাকে।

কিন্তু নীরব হইলে চলিবে না। ফাঁক পাইলেই বলেন্দু, ফুটবল আর—

সত্রাসে আবার বিড়বিড় করিতে আরম্ভ করিল বীরেশ্বর। কোন-ক্রমে রাস্তাটুকু শেষ করিয়া তালিকামত কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

সাগরমল—

নিশিকান্ত—

নিশিকান্তের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া হইয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়া বীরেশ্বর চলিয়া আসিল।

হিরণ মিত্তির—

রাত্রি দশটায় বীরেশ্বর বাড়ি ফিরিল।

খাওয়ার পরে ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের নায়কের মত দেখাইতেছিল তাহাকে। ঘরের মধ্যে যেন একটা বিষণ্ণ শোকের ছায়া পড়িয়া গিয়াছে।

যন্ত্রচালিতের মত বীরেশ্বর বইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

কখন বই বন্ধ করিয়া উঠিয়াছে বীরেশ্বরের খেয়াল নাই। অস্থির পায়চারির সঙ্গে রুদ্ধ বাষ্প যেন ক্ষণে ক্ষণে এক-একটা চাপা শব্দের সাহায্যে বাহির হইতেছে।—অ্যাব্‌সার্ড!—কিছুকাল বিরাম।—নো। —আবার বিরাম।—টাকা চাই নে আমার।—বিরাম।—অসম্ভব। ম'রে যাব।—এবার কিছু বেশি সময় বিরাম। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল মুখের কোণে। আশ্চর্য!—হুঁ। ধর্মের ষাঁড়!— তাই চায় ওরা!—আরও কঠিন হইয়া উঠিল।—আর আমি? ভণ্ড— ভীরু—মূর্খ!—বাস্।—আর নয়।—শেষ!—ক্লোজ্‌ড্‌!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার কি? আমি—আমি বৈজ্ঞানিক—আমি দার্শনিক—দর্শক। আমি গ্রেট!—গ্রেট! তুচ্ছ একটা—অতি তুচ্ছ।

অবশেষে পরম শান্তিতে বীরেশ্বর নিদ্রা গেল।

সকালবেলায় গৌড়ানন্দ তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া প্রাতরাশ গ্রহণ করিতেছিলেন। বীরেশ্বরকে সমাদরে বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

কি ভাই, এত সকালে?

হ্যাঁ।—বলিয়া বীরেশ্বর একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। গৌড়ানন্দের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি যেন অপ্রত্যাশিতভাবে শেষের প্রস্তাব গোড়াতেই টানিয়া বাহির করিল।—আমাকে আপনার আশ্রমে একটু স্থান দেবেন?

গৌড়ানন্দ প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কেন? কি হয়েছে খুলে বল তো সব।

কিছু হয় নি। এমনিই।

এমনি?

না, এমনিই নয়। মানে—সংসারে আমি আর খাপ খাওয়াতে পারছি নে।

কোন্ সংসারে? সবেশ্বরবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

বীরেশ্বর এবার হাসিল।—না না। দাদার সঙ্গে কোন কথাই হয় নি। আমি চেষ্টা করলাম অনেক। পারলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের দরুন একটু বিলম্ব হইল। বলিল, একমাত্র আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন।

গৌড়ানন্দ খুশি হইলেন। তাড়াতাড়ি জবাব দিতে পারিলেন এবার। —এ কথা ভুল বীরেশ্বর। নিজেকে নিজে ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। ঈশ্বরও না। তিনি পারেন, কিন্তু করেন না।

বীরেশ্বর হঠাৎ যেন ভয় পাইয়া গেল। ঈশ্বর? অনেকখানি সংকুচিত হইয়া গেল মনটা ঈশ্বর সংক্রান্ত যাবতীয় বাধ্যতামূলক দায়িত্বের ছবি ভাসিয়া উঠিল।

গৌড়ানন্দ বলিতেছিলেন, কিন্তু আলো জেলে দেন পথে। নইলে সম্পূর্ণ একা তিরিশ বছর বয়সে এই আশ্রম করতে পারতাম না। মাত্র পনরো বছরের আশ্রম আমার—আজ যা দেখছ তোমরা। লোকে আজ ভালবেসে স্বামীজী বলে আমায়।—বলিয়া সগর্ব বিনয়ে বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া প্রাপ্য শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় ফুটিয়া উঠিবার সময় দিলেন।

বীরেশ্বর বাধ্য হইয়া আশানুরূপ ভঙ্গীতে চাহিয়া রহিল।

গৌড়ানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, আলো দেখান তিনি, যে দেখতে চায় তাকে। কিন্তু চলতে হবে নিজেকেই। জানি না, কিসের থেকে রক্ষা পেতে চাও তুমি।

কাদা থেকে।—তাড়াতাড়ি বলিল বীরেশ্বর, ভেবেছিলাম, পড়াশুনা নিয়ে থাকব আমি। টাকার জন্যে শরীরটা একটুখানি কাদায় নামালে ক্ষতি হবে না কিছু। কিন্তু হ'ল না। মনটাও তলিয়ে যাচ্ছে।

গৌড়ানন্দ একটু হাসিলেন। বলিলেন, কাদাই বটে। কিন্তু টাকার এত কি দরকার তোমার?

একটা ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিল বীরেশ্বর।—টাকার কত কাজ! বই কিনতে টাকা লাগে। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বেড়াতে টাকা লাগে। তা ছাড়া দাদাকে সাহায্য না করলেও চলে না।

এসব সমস্যা তো তোমার র'য়েই গেল?

না। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, লেখাপড়া—এসব যার জন্যে প্রয়োজন তাকেই যদি আগে হারিয়ে ফেলি, টাকা আমার কোনও কাজেই লাগবে না। আশ্রম-জীবনে যতটুকু সম্ভব, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট

থাকতে পারব। থাকতে হবে। হ্যাঁ, দাদার সমস্যাটা থেকেই গেল। কি করব ? আমি নিরুপায়।

কিন্তু সর্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা উচিত।

করব। আপনি আশ্বাস দিলে করব। তিনি বুঝতে পারবেন আমার মনের অবস্থা।

গৌড়ানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল কথাটাই যে ভুল হচ্ছে বীরেশ্বর। জীবন থেকে পালাবার একটা আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করছ আশ্রমটাকে।

তাই তো সকলেই করে।—বীরেশ্বর বলিয়া ফেলিল।

না। তা করে না। গৌড়ানন্দ লাল হইয়া উঠিলেন।—যারা করে—

ক্রুদ্ধ গৌড়ানন্দ শেষ করিতে পারিলেন না। বীরেশ্বর অনুশোচনায় কথাটা ফিরাইয়া লইবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

গৌড়ানন্দ পাল্টা আক্রমণের কঠিন শব্দ খুঁজিতেছিলেন। নিষ্ফল প্রয়াসে বলিলেন, এই যদি তুমি বুঝে থাক আশ্রমকে, ভয়ানক ভুল করেছ বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর মনে মনে একটু না হাসিয়া পারিল না। দুঃখের সুরে কহিল, আমাকে ভুল বুঝবেন না স্বামীজী। 'সকলেই' মানে—অনেকেই আর কি। আপনার মত আশ্রমকে জীবন ক'রে গ্রহণ করে কজন ? সাধারণ যাঁরা, সংসার থেকে পালিয়েই আসেন বেশির ভাগ। কিন্তু আমার বলবার কথা এই যে, তাতেই বা দোষ কি ? যে ক'রেই হোক, আশ্রমের ভেতর দিয়ে মানুষের সেবায়, সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ তো তাঁদের মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না !

গৌড়ানন্দ মহাদেবের মত তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, সত্য, সকলের উপরে ধর্মের সেবা। এর কোনটাই মিথ্যে হয়ে যায় না।

আবার সংকুচিত হইল বীরেশ্বর। গৌড়ানন্দ লক্ষ্য করিলেন। পুনর্বার কহিলেন, ধর্মের সেবা। একটু থামিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, এসব ভাল লাগবে তোমার?

জবাব দিতে কিছু বিলম্ব হইল বীরেশ্বরের। গৌড়ানন্দ কহিলেন, সব কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখ। তাড়াতাড়ি কিছু নেই। শুধু বিতৃষ্ণা সম্বল ক'রে এ পথে চলা যায় না বীরেশ্বর, তুমি যাই বল। অল্পদিনেই হাঁপিয়ে উঠবে তুমি। জীবনের সঙ্গে ফাঁকি বেশি দিন চলতে পারে না।

বীরেশ্বর চিন্তাই করিতেছিল। শেষের কথাটায় শশব্যস্তে বলিল, না, ফাঁকি আমি দিতে চাই নে। কিন্তু জীবন আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে। সেইটে বন্ধ করতে চাই। আমি পারব স্বামীজী। আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব আমি খুশি মনেই পালন করতে প্রস্তুত। তার বদলে আমি মুক্তি পাচ্ছি।

গৌড়ানন্দ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, কোন্ মুক্তির কথা বলছ তুমি?

মনের, দেহের।

বীরেশ্বরের উচ্ছ্বাসের চাপে গৌড়ানন্দ কিছুক্ষণ থামিয়া রহিলেন।

বীরেশ্বর বলিয়া চলিল, আশ্রমের কাজ করব। বাকি সময় লিখব, পড়ব। সাগরমল নাই, হিরণ মিত্তির নাই, সুবোধ লাহিড়ী নাই, নিশিকান্ত নাই, আর—আর—কেউ নাই। কে—উ নাই।

সর্বেশ্বরবাবু তো রইলেন?—গৌড়ানন্দ অগত্যা প্রশ্ন করিলেন।

হ্যাঁ।—আচমকা মাটিতে নামিয়া আসিল বীরেশ্বর।—দাদা রইলেন। আমি বুঝিয়ে বলব দাদাকে। তিনি কোনদিন আমার বাধা হবেন না।

আশ্রম-কর্মী নিত্যানন্দ আসিয়া দাঁড়াইতেই গৌড়ানন্দ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন কি হ'ল?

দিলেন না।—নিত্যানন্দ শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কি বললেন ? আজ দেবার কথা বলেছিলেন যে

হাতে নেই। সামনের সপ্তাহে যেতে বললেন।

আবার সামনের সপ্তাহে ?

হ্যাঁ।

গৌড়ানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন।

আর একটা প্রস্তাব দিলেন।—নিত্যানন্দ নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিলেন।

কি ?

বললেন, তিন হাজার টাকার ডোনেশন দিতে পারেন।

বেশ তো।

কিন্তু একটা পাকা গেট ক'রে তাঁর স্ত্রীর নাম খোদাই ক'রে দিতে হবে।

কোথায় ?

গেটের মাথায়। ললিতাসুন্দরী গেট।

ললিতাসুন্দরী গেট !—গৌড়ানন্দ যেন ভেঙাইয়া উঠিলেন। এক গেটে কজনের নাম দেব ?

আমার মনে হয়—। নিত্যানন্দ বৈষয়িক বুদ্ধির পরামর্শ দিলেন, যার অফার বেশি, তার স্ত্রীর নামই বিবেচনা-যোগ্য।

বীরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।

সে তো বুঝলাম।—গৌড়ানন্দ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। একটা ডোনেশনে তো চলবে না আমার।—হঠাৎ এতক্ষণে বীরেশ্বরকে খেয়াল করিলেন।—আচ্ছা, দেখা যাক। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বীরেশ্বরকে বলিলেন, কোন ভাল কাজের স্থান এ দেশ নয়, বুঝলে বীরেশ ?

বীরেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

আচ্ছা, তোমার কাজে যাও। নিত্যানন্দকে বিদায় দিলেন গৌড়ানন্দ। নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন, আশ্রমেও টাকা লাগে বীরেশ্বর।

টাকা তো লাগবেই।—একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীরেশ্বর জবাব দিল।

গৌড়ানন্দের চক্ষু দুইটি সহসা যেন তেজোময় হইয়া উঠিল। বলিলেন, এটুকুও সাধারণ লোক করবে না? কেন করবে না? ভারতের জ্ঞানের আলো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার ব্রত নিয়েছি আমি। অবশ্য আমার যতটুকু সাধ্য—। আমার আশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব দেশকে নিতে হবে। নইলে ভারতের ঐতিহ্য, তার জ্ঞান, যে কারণে ম'রে যেতে বসেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হবে আবার।

বীরেশ্বরের বিদ্রোহী অংশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

গৌড়ানন্দ বলিলেন, আমি সমগ্রভাবে বলেছি কিন্তু। শুধু আমার কথা নয়। আমিও একটা ক্ষুদ্র অংশ, এইমাত্র। যত ক্ষুদ্রই হোক।

আমি বুঝেছি।

গৌড়ানন্দ বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া থামিয়া রহিলেন।

বীরেশ্বর সম্পূর্ণ চাপিয়া গিয়া বলিল, কিন্তু লোকে মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে তো!

তা যাচ্ছে।—গৌড়ানন্দ একটু হাসিয়া পরিবর্তিত কণ্ঠে বলিলেন, একটু আধটু মতলব-গোছের যাই করুক, হ্যাঁ, চালিয়ে যাচ্ছে।

আমার কি তবে—? বীরেশ্বর মনে মনে তর্ক করিতেছিল, আমাকে নামতে হচ্ছে না তো? কিন্তু—। মনে মনে হাসি পাইল আবার। ললিতাসুন্দরী গেট!

গৌড়ানন্দ মোড় ফিরাইয়া হঠাৎ বলিলেন, তুমি লিখছ শুনলাম?

আত্মপ্রসঙ্গে বীরেশ্বর অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। মৃদু জড়িত কণ্ঠে

বলিল, ঠিক লিখছি বললে ভুল হবে। লিখতে চাই বরং। সময় পাই নে। যেটুকু পাই—হ্যাঁ, লিখি মাঝে মাঝে।

কি লিখছ? গল্প—উপন্যাস?

বীরেশ্বর অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বলিল, নাঃ, গল্প উপন্যাস আমি লিখি নে। এই ভঙ্গীতে বীরেশ্বর আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। একটু হাসিয়া বলিল, ওই যে বললেন আপনি, জ্ঞানের আলো—বিষয়বস্তু আমারও তাই।

ওঃ, বেশ বেশ। তোমাদের বয়সে—, বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম।

তবে, আমি কিন্তু বাংলায় লিখছি।

বেশ তো।

যদি আলো জ্বলে।—হাসিয়া উঠিল বীরেশ্বর।—পাবে সবই। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্বামীজী, প্রচণ্ড শ্মশানের আলোতে চোখ ধেঁধে আছে। আর কোন আলোই আর পৌঁছুবে না। প্রাচীন ঐতিহ্য, জ্ঞান শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয়। আরও অনেকের ছিল। মিউজিয়মের কঙ্কাল সংগ্রহ হয়ে আছে সব। আমার মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেওয়াই মঙ্গল। একেবারে নতুন ক'রে আরম্ভ করা সম্ভব হবে। নিষ্ফল আলো নিয়ে অযথা ঠোকাঠুকি করা বিড়ম্বনাই হবে।

কি বলছ, বীরেশ?

ঠিকই বলছি, স্বামীজী। এ বলবে আমারটা ভাল, ও বলবে আমার ভাল! হাজার কয়েক বছর পেছন থেকে আবার শুরু করা। ফল তো একবার দেখাই গেছে। আমি তাই শ্মশানের কাজেই সাহায্য করব স্থির করেছি। তার থেকেই নতুন জ্ঞানের আলো দেখা দিতে পারে।

সব পুড়িয়ে দেওয়াই তোমার মত?

পুড়ে তো যাবেই সব। তাড়াতাড়ি করতে চাই।

তাই বল। ধর্ম তুমি বিশ্বাস কর না?—ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন গৌড়ানন্দ।

করি হয়তো। কিন্তু এতটুকু তার মূল্য আছে ব'লে বিশ্বাস করিনে। —বীরেশ্বর একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে আবার বলিল, মানবদেহটা এখনও তৈরি হয় নি স্বামীজী। এর পরের স্তরে কাঠামোটা সম্পূর্ণ বদলে না উঠলে কোন আশাই নেই।

তার মানে? তুমি বলতে চাও, দেহটা এখনও ধর্মের যোগ্য হয়ে ওঠে নি?

না।

গৌড়ানন্দ ক্ষণকাল হতবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে বলিলেন, ও, তোমার নিজের কথা বলছ?

বীরেশ্বর অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গে আবার তাতিয়া উঠিল। বলিল, সকলের কথাই বলছি। সারাজীবন তপস্যা ক'রে বিশ্বামিত্রের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখুন না। মেনকাকে খুব বেশিক্ষণ নাচতে হয় নি। দুর্বাসার লাইনেও অনেক আছে। অনেক আছে। আপনি হয়তো বলবেন—

আমি কিছুই বলব না। তোমার পছন্দমত উপাখ্যানের বাইরে যদি আর কিছুই না পেয়ে থাক—

সেই কথাই বলছিলাম।—বীরেশ্বর শেষ করিতে দিল না।—সারা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে কজনের কথা আপনি বলতে পারেন, ঈশ্বরদ্রষ্টা, জ্ঞানী, অবতার, তাঁরা একই জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন দেখলেন, কেন? ঐ, শরীর।

গৌড়ানন্দ এবার উত্তেজিত না হইয়া উন্নত হাস্যের সঙ্গে বলিলেন,

ভিন্ন নয়। তবু তোমার কথাই ধরে নিলাম। কিন্তু শরীর তো একই ধাতুতে গঠিত? তা হ'লে ভিন্ন দেখা সম্ভব হবে কেন?

চেহারা ভিন্ন যে! চেহারার মতই মনেরও স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ওইটুকুই। কাঠামোর সীমার মধ্যে।

গৌড়ানন্দ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তোমার মতেরও স্বাধীনতা আছে আমি স্বীকার করি।

কিন্তু তবু তাঁদের আমি মহামানব মনে করি।—হঠাৎ গভীর শ্রদ্ধার সুরে বীরেশ্বর নিজের কথার জের টানিল।—কাঠামোটাকে অনেকখানি ভেঙে অনেকখানি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাঁরা। তাঁদের আমি কম শ্রদ্ধা করি নে স্বামীজী।

বড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তোমার কথা।

কেন? কোথায়?—বীরেশ্বর একটু যেন দমিয়া গেল।

গৌড়ানন্দ হাসিলেন।—শ্রদ্ধাও করছ, বিদ্রূপও করছ!

বীরেশ্বর আহতের মত বলিয়া উঠিল, না না না। বিদ্রূপ করি নি আমি। হয়তো ঠিকমত বলতে পারি নি। তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন, তাঁরা নমস্য। কিন্তু—তাঁরাই শুধু। বাকি মানুষকে তাঁরা এতটুকু এদিক ওদিক নিতে পারেন নি।

শোন বীরেশ্বর।—গৌড়ানন্দ কিছুক্ষণ থমকিয়া থাকিয়া গা-ঝাড়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিলেন এবার।—অদ্ভুত তোমার মত। মত নয়,—কি বলব? উক্তি। দায়িত্বহীন অসংলগ্ন অসত্য উক্তি।

অসত্য?

হ্যাঁ, কিন্তু তর্ক করতে প্রস্তুত নই আমি। মানুষকে তাঁরা কতখানি টেনে তুলেছেন, সেটা ঐতিহাসিক সত্য।

বীরেশ্বর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াই থামিয়া গেল।

শ্মশানের আলোর কথা যা বললে তুমি, তাঁদের ভুলে যাবার ফল। সে কথা থাক্। এ প্রসঙ্গে তর্ক করা আমার ইচ্ছা নয় বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর অত্যন্ত লজ্জিত হইল।—ঠিক তর্ক হিসেবে আমি বলি নি। আচ্ছা, নমস্কার।—উঠিয়া দাঁড়াইল বীরেশ্বর। নত মস্তকে ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল। গৌড়ানন্দ অবাক হইয়া পিছন হইতে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন।

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আসল কথাটা বীরেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।—আশ্রমের কথাটা? আশ্চর্য! এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব? দূর, হাসবেন স্বামীজী। আর কোন লাভ হবে না।

বীরেশ্বরও হাসিল।—কি সব বললাম! এতটা কোনদিন ভাবিও নি বোধ করি। গড়গড় ক'রে বেরিয়ে গেল, কি করব? কিন্তু মিথ্যে বলি নি।

আর একদিন আসা যাবে। চলিতে আরম্ভ করিল বীরেশ্বর। স্বামীজী ভুল বুঝেছেন।

ললিতাসুন্দরী গেট! ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল বীরেশ্বরের।

দুই-তিন দিনের মধ্যেই বীরেশ্বর আর একবার মন স্থির করিয়া ফেলিল। একদিন দুপুরবেলায় সুনয়নার ঘুম ভাঙাইয়া ডাকিয়া তুলিল।

এ রকম ঘটনা খুব ঘটে না। সুনয়না অবাক হইয়া বলিলেন, কি ব্যাপার ঠাকুরপো?

ভারি গুরুতর কথা বউদি।—বীরেশ্বর বলিল, তোমার ঘুমই ছাড়ল না ভাল ক'রে। কি বলব?

বল না, শুনছি আমি।

কথাটা হচ্ছে—

হ্যাঁ।

শোন, দাদাকে ব'লো না কিন্তু।

না না। তা বলব কেন?

তোমরা দেখে-শুনে একটা মেয়ে ঠিক ক'রে দাও। আমি বিয়েই করব।

সুনয়না হাসিতে হাসিতে যেন লুটাইয়া পড়িলেন।—এই কথা? তারই জন্যে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছ?

এই মাত্র ঠিক করলাম। ভাবলাম, এক্ষুনি ব'লে রাখি।

বেশ করেছ। তা মেয়ে খুঁজতে হবে কেন? মেয়ে তো ঠিকই আছে।

কে?

ও, চেন না বুঝি?

কার কথা বলছ?—নামটা মুখে আনিতে একটু সময় পাওয়ার আশায় অহেতুক প্রশ্ন করিল বীরেশ্বর।—ও, দীপিকার কথা বলছ? সে হবে না।

সুনয়না হালকা সুর পরিহার করিলেন। বলিলেন, কেন, কি হয়েছে ঠাকুরপো?

না, হয় নি কিছু।—বীরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।—আমার মত নেই।

সুনয়না বিশ্বাস করিলেন না।

বীরেশ্বর সুনয়নার মুখের দিকে তাকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিল, দীপিকারও মত নেই।

সুনয়না অবিশ্বাসে বলিলেন, ইস! মিথ্যে কথা। তোমার মত না থাকতে পারে। দীপিকার মত আছে।

প্রসঙ্গটা বীরেশ্বরের অসহ্য বোধ হইল। তাড়াতাড়ি বলিল, বেশ তাই। যাই হোক, দীপিকার হিসেব আর ক'রো না।

বীরেশ্বর চলিয়া গেল। সুনয়না উঠিয়া বীরেশ্বরের ঘরে ঢুকিলেন পিছনে পিছনে। বলিলেন, তোমার কথা কিছু বুঝি নে ঠাকুরপো। আজ যদি প্রস্তাব ক'রে পাঠাই, দিন থাকলে ওরা আজকেই রাজি হয়ে যাবে।

ওরা, কারা?

দীপিকার মা। আর দীপিকা তো এক্ষুনি চ'লে আসতে পারে।

বীরেশ্বর দৃঢ় উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিল, দীপিকা দীপিকা ক'রে কেন অস্থির হচ্ছ বউদি? আর কি মেয়ে নেই সংসারে?

থাকবে না কেন? অনেক আছে।—সুনয়না হাসিয়া বলিলেন, বেশ, দেখা যাবে।

হ্যাঁ, দেখো।—বীরেশ্বর দৃঢ় হাস্যে বলিল, আমি ভেবে দেখেছি। ও-সব মেয়েই সমান।

সব পুরুষের মত?

বীরেশ্বর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।—ঠিক তাই। বড় খাঁটি কথা বলেছ বউদি।

সুনয়না খুশি হইলেন বীরেশ্বরের হাসিতে। কিন্তু নিজে হাসিতে পারিলেন না। বলিলেন, কি জানি, কি তোমার মতলব! বেশ, আমরা মেয়ে ঠিক করছি। শেষে কিন্তু পেছুতে পারবে না, হ্যাঁ।

না, কিছুতেই না।

যাক, বিয়ে তো কর।—সুনয়না অবশেষে খুশির আমেজে বলিলেন, বাঃ বাঃ। শেষ পর্যন্ত সুবুদ্ধি যে হয়েছে, এই ঢের।

সুনয়না চলিয়া গেলে বীরেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অত্যন্ত হালকা বোধ করিল নিজেকে। অসহ্য চাপটা সরিয়া গিয়াছে। একটা অনৈতিক অসৎ কাজের অনুভূতি আসিয়া গোপন মাধুর্যে মনটাকে ভরিয়া দিল যেন। অসৎ? অসৎ মনে হইল কেন? অবাক হইয়া কারণ খুঁজিতে লাগিল বীরেশ্বর। নিজের সম্পর্কে?

একটা ভ্রূকুটি করিয়া আত্ম-দর্শন হইতে বিরত হইল। অতি সৎ কাজ সিদ্ধান্ত করিয়া শান্ত হইল আবার। কিছুটা পারিপাট্যের সঙ্গে পোশাক ও প্রসাধন শেষ করিয়া বীরেশ্বর লঘুপদে বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তায় নামিয়া হালকা রসের গানের সুর উঠিতে লাগিল বীরেশ্বরের মনে। নিঃশব্দ কণ্ঠস্বরে সেই সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে হাঁটিতে লাগিল।

বাঃ!

বিপরীত দিক হইতে একজন তরুণী একা একা আসিতেছিল। গানের সুর বন্ধ হইয়া গেল বীরেশ্বরের। মনের কোন্ তারে যেন বাজিয়া উঠিল, বাঃ! তরুণীর দেহটা আগাগোড়া দৃষ্টির হাত বুলাইয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষুর উপর আসিয়া মুহূর্তের জন্য স্থির হইল। বীরেশ্বরের অনভ্যস্ত ভদ্র চক্ষু লজ্জায় পরক্ষণেই ছিটকাইয়া সরিয়া গেল।

মেয়েটি যেন পরম অবজ্ঞাভরে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া পার হইয়া চলিয়া গেল। বীরেশ্বর পিছন ফিরিয়া আর একবার দেখিবার আশা প্রাণপণে দমন করিতে করিতে ঘাড় শক্ত করিয়া হাঁটিতে লাগিল।

আশ্চর্য! তরুণীও ফিরিয়া তাকাইয়াছে! বীরেশ্বর দেখিতে পাইয়া পুলকিত হইল। তৃপ্ত পৌরুষ সতেজ হইয়া উঠিল। দীপিকা! দীপিকার চেয়ে হাজার গুণে ভাল দেখিতে! পিছন হইতে যেন আরও চমৎকার! মনে মনে হিসাব করিতে করিতে প্রফুল্ল মনে অগ্রসর হইল।

আজ আর কোন কাজ নয়।

মেয়ে-ইস্কুলের সম্মুখের রাস্তা ধরিয়া নদীর পাড় দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শহরের একমাত্র বেড়াইবার স্থানটা বেড়াইয়া ফিরিল।

সিনেমার সময় আছে এখনও। তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট করিয়া সিনেমার ঘরের সামনে টাঙানো ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। এত লোকের মধ্যে ইংরেজী ছবির সাঁতারের পোশাক পরা প্রায়-উলঙ্গ নারী-মূর্তি সোজাসুজি দেখা সম্ভব নয়। বীরেশ্বর আড়চোখে দেখিতে লাগিল।

বিরামের সময় আলো জ্বলিলে বীরেশ্বর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। এক কোণে নত মস্তকে রামমোহনও বসিয়া ছিলেন। বীরেশ্বর খুশি হইয়া মুচকিয়া হাসিল।

বাহির হইয়া ভিড়ের সঙ্গে চলিতে চলিতে কিছু দূরে ভিড়টা যখন ক্রমে পাতলা হইয়া উঠিল, তখন আবার রামমোহনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল বীরেশ্বরের। কাহারও তরফে অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না।

কেমন আছ বীরেশ?—রামমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাল আছি।—বীরেশ্বর জবাব দিল।

সিনেমা ভাঙল বুঝি? সিনেমায় গিয়েছিলে তো?

হ্যাঁ।

কি ছবি হচ্ছে?

বাজে একটা ইংরেজী ছবি।—অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া জবাব দিল বীরেশ্বর।

মিনিট খানেক আর কোন কথা হইল না।

কদিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম।—রামমোহন আরম্ভ করিলেন, তুমি গৌড়ানন্দের আশ্রমে যাবার প্রস্তাব করেছিলে?

ওঃ, হ্যাঁ, করেছিলাম।—নিতান্ত বোকার মত জবাব দিল বীরেশ্বর।

তিনি অস্বীকার করেছেন?

ঠিক অস্বীকার নয়। তার আর দরকার হয় নি আর কি। অসম্ভব বুঝে আমি আগেই চ'লে এসেছিলাম।

ও, কিন্তু স্বামীজী বলছিলেন—

তিনি মিথ্যে বলেন নি। অস্বীকারই করতেন।

যাক, ভাল হয়েছে। ও-রকম খেয়াল হ'ল কেন তোমার হঠাৎ?

জবাব দিতে একটু সময় লইল বীরেশ্বর। অত্যন্ত অনিচ্ছা বোধ করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, ভাল লাগছিল না। ভাবলাম, আশ্রমে নির্ঝঞ্ঝাটে লেখাপড়া নিয়ে থাকতে পারব।

খুব ভুল ভেবেছিলে।—রামমোহন জোরের সঙ্গে বলিলেন, অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে প'ড়ে ছটফট ক'রে বেড়াতে হ'ত তোমাকে।

হ্যাঁ। বীরেশ্বর হাসিয়া বলিল, তাই মনে হ'ল।

আমার সঙ্গে তর্ক হয় স্বামীজীর।—রামমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।—পুরনো পুঁথি ঘেঁটে কিচ্ছু ফল হবে না দুনিয়ার। এথিক্স্! হঠাৎ ধমক দিয়া উঠিলেন।—ব্রড ইউনিভার্সাল এথিকাল প্রিন্সিপ্লের উপরে মানুষকে দাঁড়াতে হবে। যদি বাঁচতে চায় মানুষ।

কিন্তু, সে রাস্তাও খুব পরিষ্কার নয়। রিলেটিভিটির আইন আছে। ইউনিভার্সাল কিছু হবে কি ক'রে?

রামমোহন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, হবে। যা মিথ্যা, যা অসত্য, যা অন্যায়—এই সব বাদ দিলে যা থাকবে, তাই ইউনিভার্সাল সত্য।

বীরেশ্বরের হঠাৎ হাসি পাইল। 'যা মিথ্যা' কথাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে হইতে লাগিল। কিছুই হইবে না। কোন আশা নাই। একটা অহেতুক নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিল বীরেশ্বরের মন।

মোড়ে আসিয়া বীরেশ্বর বিদায় লইল। রামমোহন বলিয়া দিলেন, যেও, যদি সময় পাও।

আচ্ছা।—বলিয়া বীরেশ্বর নিজের পথে রওনা হইল।

কিছুক্ষণ শূন্যমনে চলিতে চলিতে টের পাইল, মনের সেই মনোহারী সুরটা কাটিয়া গিয়াছে। রাগ হইল রামমোহনের উপর। সিনেমায় দেখা নারীমূর্তিগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিল। অনেক কথা চিন্তা করিবার আছে। কল্পনার বিলাসে ডুবিয়া অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়ার আনন্দ আজ চাই।...

বীরেশদা, শীগগির চলুন।

কে, প্রদীপ? কি ব্যাপার?

সর্বনাশ হয়ে গেছে, চলুন, সময় নেই।—প্রদীপ ছুটিয়া রওনা হইল। বীরেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

প্রদীপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দীপিকা—

হ্যাঁ।

আপনার সঙ্গে বিয়ের জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসেছিল।

তারপরে?

বলেনদার সঙ্গে কোথায় চ'লে গেছে, আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বীরেশ্বরের দম বন্ধ হইয়া গেল। পাও আর চলিতেছে না, পিছাইয়া আসিতেছে।

দীপিকাকে দেখা গেল। টলিতে টলিতে সে বীরেশ্বরদের বাড়ির দিকেই আসিতেছে। দলিয়া মুচড়াইয়া দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে কে যেন। একটু পিছনে বলেন্দু দাঁড়াইয়া পিশাচের মত হাসিতেছিল। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল সে।

বীরেশ্বর দম বন্ধ করিয়া দেখিতেছে—

দীপিকা বীরেশ্বরের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

বীরেশ্বর বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল। হঠাৎ লক্ষ্য করিল, দীপিকার অস্পষ্ট অনাবৃত দেহ। কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, বল, কি হয়েছে বল ?

অস্ফুট জবাব দিল দীপিকা, বলেনবাবু—

তবে আমিও—। বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিল মনে।—এস শীগগির। উন্মত্তের মত টানিতে লাগিল।

...ঘুমটা অকস্মাৎ ভাঙিয়া গেল এই সময়। চমকিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে দুই দিকে হাতড়াইয়া দেখিল বীরেশ্বর। কেহ নাই। বুকের উপর হাত রাখিয়া বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দটাকে চাপিয়া ধরিল। সর্বাঙ্গ ঘামিয়া গিয়াছে।

৮

সারাদিন অধীর প্রতীক্ষার পর সন্ধ্যাবেলা বীরেশ্বর দীপিকার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দিনের আলো তাহার বলিবার বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রশস্ত নয় ভাবিয়াই কোন রকমে ধৈর্য ধরিয়া দিনটা অপেক্ষা করিয়াছে।

অহেতুক কিছুকাল দীপিকাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। দীপিকার মুখের উপর একটু বেশি রক্ত আসিয়া পড়িল মাত্র। কিন্তু সঙ্কুচিত হইল না। নতচক্ষু হইয়া চুপ করিয়া একটু যেন বিকশিত হইয়া রহিল।

দীপিকা!—কাঁপিয়া উঠিল বীরেশ্বর।—অনেকগুলো কথা আছে আমার তোমার সঙ্গে।

দীপিকা নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

বীরেশ্বরও আবার একটু সময় লইল। বাষ্প ঘন হইয়া উঠিলে আপন জোরে বাহির হইয়া পড়িবে বীরেশ্বর জানে।

দীপিকা!—বাষ্প ছাড়িতে আরম্ভ করিল।—তোমাকে আমার

কথাগুলো বলা চাই। হয়তো—। যাকগে, জবাব তোমার যাই হোক, আমি ব'লে যেতে চাই।

দীপিকার সমস্ত দেহ শুনিবার জন্ম উন্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিল। বীরেশ্বর সেটাকে কাঠিন্য মনে করিয়া ক্ষেপিয়া গেল। বলিল, ভয় নেই তোমার। কোন অনুরোধ—দয়াভিক্ষা করিতে আসি নি আমি।

ছোট একটা নিশ্বাসের সঙ্গে অধীরতা দমন করিল দীপিকা। মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমি কি তাই বলেছি?

কিন্তু সুর কাটিয়া বীরেশ্বরের বাষ্প সেই পথে অনেকখানি বাহির হইয়া গিয়াছে। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

দীপিকা জ্যা-যুক্ত ধনুকের মত অসহায়ভাবে টঙ্কারের অপেক্ষা করিতে থকিল।

বীরেশ্বর বলিল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে প্রত্যাশিত উচ্ছ্বাস নাই, উত্তাপ নাই। বলিল, কালকে মনে হয়েছিল, তুমি—তুমি আমার জন্যেই নির্দিষ্ট। আর, আমি—তোমার জন্যে। এর আর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়। আগেও মনে হয়েছে, কিন্তু কাল রাত্রেই যেন প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখতে পেলাম।

একটু থামিয়া কান্নার মত এক টুকরা হাসিয়া আবার বলিল, মানুষ তপস্যা করে আত্মাকে জানবার জন্যে। একটা স্বপ্নের মধ্যে আমি আমার আত্মাকে যেন মুখোমুখি দেখলাম।

বলিয়া দৃষ্টি আনিয়া দীপিকার উপর মুহূর্তের জন্য স্থাপন করিয়া চৎক্ষণাৎ সরাইয়া লইল। গভীর, সুতরাং অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মেশাইয়া বলিল, সব অন্ধকার কেটে গেল যেন। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল আমার, সমস্ত স্বচ্ছ হয়ে গেল।

দীপিকার একাগ্র একমাত্র প্রশ্ন আপনা হইতেই জড়িতকণ্ঠে বাহির

হইয়া গেল, কি স্বপ্ন ?

তুমি—তোমাকে দেখলাম স্বপ্নে।

প্রত্যাশিত টঙ্কারে দীপিকা আগাগোড়া বাজিয়া উঠিল। গভীর তৃপ্তির রাঙাহাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া নত হইয়া রহিল।

বীরেশ্বরেরও মনে হইল, সমস্ত বলা এবং শুনার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। চুপ করিয়া কাছাকাছি বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই—এইটুকুই আমার বলার ছিল।

ব-সু-ন—

না, যাই।—বলিয়া বীরেশ্বর বসিল আবার।—প্রদীপ এখনও ফেরে নি বুঝি ?

না, আসবে এখুনি হয়তো।

আর কিছু জিজ্ঞাস্য না পাইয়া বীরেশ্বর নীরবে বসিয়া রহিল।

খানিক বাদে আবার বলিল, প্রদীপ বিকেলে বেরিয়েছে ?

হ্যাঁ। এই সময় একবার আসে। এসে আবার বেরিয়ে যায়।

ও।

আর টানিতে পারিল না বীরেশ্বর। দীপিকার দিকে আর একবার তাকাইয়া হঠাৎ অকারণে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।—আচ্ছা, চলি। বলিয়া এবার সোজাসুজি উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

দীপিকা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইল। কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল একটু। খুশিমনে মায়ের কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসিল।

শান্তিলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরেশ কি বললে রে ?

না, এই গল্পসল্প করলেন। দাদার জন্যে অপেক্ষা করলেন।

শান্তিলতা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু বলিলেন, বীরেশ ছেলেটা ভাল। বেশ ছেলে। হবেই তো, এম.এ. পাশ করেছে। দোষের মধ্যে—

কি দোষ ?—দীপিকা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ভাল চাকরি-বাকরি কিছু করে না, এই। অতগুলো পাশ ক'রে করছে কিনা দালালি।

চাকরির চেয়ে দালালিতে যদি টাকা বেশি পাওয়া যায়, তবে তাই তো ভাল।—দীপিকা নিজেকে বলিল যেন।

শান্তিলতা প্রতিবাদ করিলেন না। স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ভাবিলেন, ধারণা ভাল থাকাই ভাল। ভাবনার এই ধারা অনুসরণ করিতে করিতে মগ্ন হইয়া গেলেন। দীপিকা হঠাৎ উঠিয়া গেল।

একটু পরে প্রদীপ আসিলে শান্তিলতা তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন।

হ্যাঁ রে, বীরেশের বিয়ের কোন চেষ্টাচরিত্র করছে না ওরা ?

কি জানি, তা তো জানি নে আমি।—প্রদীপ গম্ভীর হইয়া জবাব দিল।

দীপিকার সঙ্গে উল্লেখ ক'রে দেখ্ না ? ওকে তো বেশ পছন্দই করে বীরেশ।

বিয়েই বুঝি করবে না বীরেশদা। পছন্দ করলে কি হবে !

কি করবে তবে ?

প্রদীপ হাসিয়া বলিল, তা তো জানি নে ? বিয়ে করবে না তাই শুনেছি।

তুই ভাল ক'রে খবর নে। বিয়ে না করলে পছন্দ করবে কেন ? তা ছাড়া দীপির মত আছে কি না—

দীপির মত লাগবে না।—শান্তিলতা ধমক দিয়া উঠিলেন।—এম. এ.
পাস ছেলে তার আবার মত! দীপির ভাগ্য।

তুমি না এত দিন বলেনদার কথাই বলেছ?

শান্তিলতা একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন, না। যা হবে
না, তাই। অত টাকার জোর থাকলে তো আমার? ওরা যদি—।
ভেবেছিলাম, বলেন্দু নিজে যদি খুব গরজ-টরজ করত। কোথায়?

একটু থামিয়া গোপনে বলিলেন, তা ছাড়া ছেলে হিসেবে বলেন্দুর
চেয়ে বীরেশই ভাল। ওর তো ওই এক টাকা শুধু।

কিন্তু গভীর গুণের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। এবারে
স্পষ্টতই অনেকখানি ঝুঁকিয়া পড়িলেন বলেন্দুর দিকে। স্নিগ্ধ সরস কণ্ঠে
বলিলেন, আর চেহারাটা সুন্দর। বলিষ্ঠ পুরুষের মত পুরুষ ছেলে।

বলেনদার গায়ে জোর কত?—প্রদীপও উৎসাহিত হইয়া উঠিল।—
সেদিন আমার সামনে, একা তিনটে রিক্‌শওয়ালাকে ঘুষিয়ে নাকের রক্ত
বার ক'রে দিলে।

তিন জন?

হ্যাঁ।

শান্তিলতা খুশি হইয়া বলিলেন, তা পারে ও। লম্বা চওড়া—বেশ
শরীরটা।

দীপিকা পাশে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। এতক্ষণে লক্ষ্য
করিয়া শান্তিলতা থামিয়া গেলেন।

নিঃশব্দেই আবার সরিয়া গেল দীপিকা।

প্রদীপও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটাইয়া উঠিয়া গেল। দীপিকা প্রদীপকে
একলা পাইয়া চাপা ব্যঙ্গের সুরে বলিল, তিনটে রিক্‌শওয়ালার নাক
ভেঙে দিয়েছে একা! এমন পাত্র আর হয় নাকি? কি বুদ্ধি!

প্রদীপ তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া হাসিয়া বলিল, তাই আমি বললাম নাকি ? আমি এমনই বললাম যে, বলেনদার শক্তি আছে গায়ে।

কিন্তু দীপিকার ঝাঁজ কেন যেন লাগিয়াই রহিল।—তা হ'লে হনুমান সিংয়ের আখড়া থেকে একটা পালোয়ান নিয়ে এসে বোনের বিয়ে দে।

প্রদীপ হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই এত ভাবছিস কেন ? যে ভাল পাত্র তার সঙ্গেই আমরা তোর বিয়ে দেব। কিন্তু সে আবার রাজী হ'লে তো ?

কে ?—দীপিকা হাসি গোপন করিয়া প্রশ্ন করিল।

বীরেশদা, বীরেশদা। হ'ল ?

হাসির সুযোগ পাইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল দীপিকা।—তিনি তো বিয়েই করবেন না। বলিয়া আর এক দফা হাসিয়া লইল।

যে অর্থটা দীপিকা ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছিল, ধরিতে না পারিয়া প্রদীপ বোকার মত তাকাইয়া রহিল। মুখে বলিতে না পারিয়া দীপিকা ছটফট করিতে লাগিল শুধু।

এসেছিলেন আমার কাছে।—দীপিকা অবশেষে গম্ভীর হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল। পরক্ষণে 'আমার কাছে' কথাটা যেন কাটিয়া দিল।—আমাদের কাছে। বলিয়া অযথা লাল হইয়া উঠিল।

কে ? ও! বীরেশদা ?

দীপিকা হাঁ-বোধক কয়েকটা দোলা দিল মাথার।

বীরেশ্বর কি বলিয়াছে শুনিবার আগ্রহে প্রদীপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করা চলে কি না, এই ভাবনায় ফাঁপরে পড়িয়া গেল। শেষে অতি সংকোচের সঙ্গে কোমল সুরে বলিল, বীরেশদা কি বললে রে ?

তাই বলব নাকি তোর কাছে ?—দীপিকার চোখে মুখে একটা সকৌতুক দীপ্তি খেলিয়া গেল।—দাদা একটা বুদ্ধু একেবারে।

বয়সে মোটে এক বৎসরের ছোট, লেখাপড়া কিছু বেশি শেখা ছোট বোনের গালাগালে প্রদীপ খুশিই হয়। বলিল, তা পারবি কেন? গাল দিতে পারবি। আমি তোর গার্জেন। আমাকে বুঝে-শুঝে দেখতে হবে না?

দীপিকা মুহূর্তের মধ্যে একটু আনমনা হইয়া গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ মৃদুস্বরে বলিল, দাদা, কালকে একবার বেড়াতে নিয়ে আয়।

কাকে রে?—প্রদীপও তেমনই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

বীরেশদাকে।—দীপিকা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বিরক্তির সুরে বলিল।

ওঃ, বুঝেছি।

কি?

বুঝেছি।—হাসিয়া আর একবার বলিল প্রদীপ।

দীপিকা প্রতিবাদ করিল না। নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া মনের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

প্রদীপ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া এক সময়ে বলিয়া উঠিল, বীরেশদা বড় বইয়ের পোকা। কোন রকমের ফুর্তি-টুর্তি কিছুই নেই।—বলিয়াই মনে মনে জিহ্বায় কামড় দিল।

কি ফুর্তি করবে?

না। আমি বলছি যে শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। আর কোন দিকে বড়—বিশেষ কোন—সখ-টখ নেই।

বড় হবার জন্যে যাঁদের ঝোঁক চাপে, তোমাদের মত ফুর্তি-টুর্তি নিয়ে থাকলে তাঁদের চলে না।

প্রদীপ অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, এ অবশ্য সত্যি কথা।

বীরেশ্বর মনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছুটিতেছিল।

—হাসছে বোধ হয়। খুশি হয়েছে খুব। হাসুক।

ক্রমে গতি কমিয়া আসিতেছে। মনেরও। একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল বীরেশ্বর।

—বলা হয়েছে সব কথা। স—ব কথাই, স্বপ্নের কথাও।

মনে হইয়া তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল মুখে। অকারণে এই তৃপ্তিটুকুই বীরেশ্বরের মনটাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দখল করিয়া রহিল। জ্বালা সেই প্রলেপে ঢাকা পড়িয়া গেল যেন। একটা অনির্দিষ্ট মাধুর্য অস্পষ্ট ছায়ার মত মনটাকে ঢাকিয়া শান্ত করিয়া রাখিল।

ঘরে ঢুকিয়া আজ দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে সুনয়না যখন প্রবেশ করিলেন, বীরেশ্বর তখন বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে।

ঠাকুরপো!—আস্তে আস্তে ডাকিলেন সুনয়না।

বীরেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিল। কিন্তু চোখের মধ্যে তখনও মন আসে নাই।

কি খবর বউদি?

সুনয়না হাসিয়া বলিলেন, কই, খবর এখনও হয় নি কিছু। এক-দিনেই বিয়ে হয়ে যাবে ভেবেছ বুঝি?

ও, না না। ও তো আমার মনেই নেই।—মনে পড়িয়া গেল বীরেশ্বরের।

সুনয়না বিশ্বাস করিয়াও বলিলেন, না, মনে নেই! আচ্ছা, কোন্ দুঃখে তুমি আশ্রমে যেতে চেয়েছিলে বল তো?

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল বীরেশ্বর।—কার কাছে শুনলে? দাদা বলেছেন?

হ্যাঁ।

কি বললেন ?

বললেন সবই।—সুনয়না গম্ভীর হইলেন।—কি মানুষ তুমি বল তো ? আমাদের কাছে বলা নেই কওয়া নেই, সরাসরি আশ্রমে একেবারে ?

আরে, না না। ক্ষেপেছ ! একটু ইয়ারকি করলাম, বুঝলে না ?

বুঝেছি। জানি নে কোন্‌টা তোমার ইয়ারকি। যাক্‌গে, শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছ এই ভাল।

শেষ পর্যন্ত আমি রক্ষা ক'রেই চলি, লক্ষ্য ক'রো।

তবে আশ্রমে নাকি খাওয়া-দাওয়ার সুখ আছে। তোমার দাদা বলছিলেন।—হাসিয়া বলিলেন সুনয়না।

সেই জন্যেই তো।—বলিয়া বীরেশ্বর আবার বইয়ের দিকে মন দিল।

সে জন্যে, না, কিসের জন্যে, আমি জানি।—সুনয়না বলিলেন, তোমার দাদার কথা ? অমন খাওয়ার সুখ মাথায় থাক্‌। বীরেশ্বর পড়িতেছে দেখিলেন।—আর পড়তে হবে না এখন। খাবে চল। সুনয়না উঠিলেন।

বীরেশ্বর বই বন্ধ করিয়া হঠাৎ বলিল, একটা কথা বউদি। আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে কাউকে কোন কথা দিও না কিন্তু।

সুনয়না বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কি যেন বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, না, তা দেব না।

৯

পরের দিন সকালবেলাতেই প্রাণ-মাতানো শব্দ তুলিয়া বলেন্দুর গাড়ি আসিয়া প্রদীপের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল।

ঐ যে বলেনদার গাড়ি !—প্রদীপ বলিয়া উঠিল।

দীপিকা একবার কাঁপিয়া উঠিয়া শক্ত হইয়া গেল।

মচ্ মচ্ শব্দ—

দুরন্ত বৈশাখের মত প্রবেশ করিল বলেন্দু। প্রচণ্ড একটা উত্তাপ দীপিকার কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে—দীপিকা বোধ করিল।

এই যে প্রদীপ ! চল্, বেড়িয়ে আসবে।

কোথায় ?—প্রদীপ তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল যেন।

ঘুমে। আমরা যাচ্ছি।

কে কে ?

আমার মাসতুতো বোনেরা বেড়াতে এসেছে। ওদের নিয়ে যেতে হবে। অনীতা—অনীতাকে তুমি দেখেছ তো ?

'হ্যাঁ' বলিতে প্রদীপের মুখখানা পুলকিত হইয়া উঠিল।

অনীতা এসেছে। আবার বলিল বলেন্দু, সে যাবে। তোমাদের কথা বললে ওরা। দীপিকাকে নিয়ে চল না ? আমাদের বাড়িটা খালিই প'ড়ে আছে। কোন অসুবিধে নেই।

প্রদীপ দমিয়া গেল অনেকখানি। দীপি ? ও যাবে ? ও তো—। কি রে, তুই যেতে পারবি ?

মুহূর্তের জন্য একটা নির্বাক শূন্যতা বিরাজ করিতে লাগিল।

বলেন্দু তাড়াতাড়ি বলিল, কোন অসুবিধে হবে না। অনীতা রয়েছে। প্রদীপও যাচ্ছে—কি বল প্রদীপ?

প্রদীপের উপর অস্ত্রটা অব্যর্থ লাগিয়াছে—বলেন্দুর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু প্রদীপ দীপিকার সম্বন্ধে ততটা ভরসা পাইতেছিল না। বলিল, হ্যাঁ। কি হবে? আমি থাকব, অনী—অনীতারা আছেন—

দীপিকা বলিল। কিছু না বলিলে প্রদীপ কথাটাকে একান্ত করিয়া যে প্রশ্নের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে সেটা আরও স্পষ্ট হইয়া বিশ্রী হইয়া উঠিবে—এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল দীপিকা। বলিল, মা মত দেবেন না যে।

সে ভার আমার।—বলেন্দু একটা অবলম্বন পাইয়া ধরিয়া ফেলিল। —তিনি আপত্তি করবেন না। কি বল প্রদীপ?

প্রদীপ কিছু বলিতে পারিল না।

কবে?—দীপিকা এবার মৃদু প্রশ্ন করিল।

আজই।

আজই?—প্রদীপ এবার সভয়ে দীপিকার দিকে তাকাইল।—কিন্তু—

অনীতা বলছে, ওদের বেশি সময় নেই যে। নইলে তো আজ না গেলেও চলত।

প্রদীপ থামিয়া গেল।

না না। মা যেতে দেবেন না।—দীপিকা শিহরিয়া উঠিল মনে মনে।

সে ভার তো আমার।—বলেন্দু আরও শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল যেন।—মা যদি মত দেন তা হ'লে তোমার আপত্তি নেই তো?

দীপিকা চুপ করিয়া রহিল।

বলেন্দু শরবিদ্ধ পাখিটিকে ধরিয়া তুলিবার জন্য যেন উঠিয়া দীপিকার

কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ একবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল দীপিকা।—না না। আজ তো হ'তেই পারে না। আজ কি ক'রে যাব?—বলিয়া করুণ দৃষ্টিতে প্রদীপের পানে তাকাইল।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে বলেন্দু আশ্বস্ত হইল।

প্রদীপও। সে বলিল, কদিনেই ঘু'রে আসব তো। না কি বলেনদা? কদিন থাকবেন?

দিন সাতেক, আবার কি।—বলেন্দু বলিল।

তবে? আর না হয় তো আমরা আগেও চ'লে আসতে পারি। এত ক'রে বলছেন ওঁরা।—প্রদীপ বলিল।

দীপিকার মনের মধ্যেও এই ধরনের যুক্তি কে যেন ঠেলিয়া তুলিতেছিল। মন নয়। মন জানে দীপিকা। মনের শিকড় যেখানে? মনের শিকড়—বীরেশ্বর একদিন বলিয়াছিল দীপিকার মনে পড়ে।

এই তো কয়টা দিন, শেষ বারের মত।—যুক্তি আসিতেছিল।—এদিককার শেষ দৃশ্য। বাইরের। ফিরে এসে যা বলব তার চেয়ে সত্যি আর কি আছে? তিনি বুঝবেন। নিশ্চয় বুঝবেন। আগুনে-পোড়া নির্মল জবাব পাবেন তখন—

তা হ'লে এই কথা রইল।—বলেন্দু তাগিদ দিল।—ঠিক আড়াইটের সময় তোমাদের তুলে নিয়ে যাব। চল প্রদীপ, মায়ের মতটা নিই।

না, না। দীপিকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আমরাই বলছি মাকে। যদি যাওয়া না হয় তবে খবর দেব।

হ্যাঁ, তাই ভাল।—প্রদীপ উঠিয়া বলিল, আপনি চ'লে যান বলেনদা। মাকে আমরাই ঠিক ক'রে নেব এখন। আমি বড় ভাই, আমি যখন সঙ্গে যাচ্ছি—

সেই তো।—বলেন্দু মুচকি হাসিয়া দীপিকার দিকে তাকাইল।—আমি চললাম তা হ'লে। অনেক কাজ প'ড়ে আছে এখনও।

বলেন্দু গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রদীপ একটা লাফ দিয়া উঠিল।—চল, মাকে বলিগে।

তুই তো অনীতার জন্মে লাফাচ্ছিস।—দীপিকা বলিল, আর যা হয় হোকগে।

কে বললে? দূর। সুর বদলাইয়া—তুই দেখিস নি তাকে? ভারি চমৎকার মেয়ে!

তা আর বুঝতে পাচ্ছি নে?

বাহির হইবার পূর্বে দীপিকা বলিল গোপনে, দাদা, শোন্। মাকে বলতে হবে, আমি যেতে চাই নি। তুই জোর ক'রে নিয়ে যাচ্ছিস।

বুঝেছি।—প্রদীপও মৃদুস্বরে বলিল, তাই ভাল, চল্।

শান্তিলতা মত দিতে বাধ্য হইলেন। বরাবর যেমন হইতেছেন। মত দেওয়ার সম্পূর্ণ আগ্রহ সত্ত্বেও এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন, দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে কোনদিনই থাকে না।—কি করব? আমার কথা শোনে নাকি ওরা?—এই সুবিধাটা হাতে রাখেন।

সাজ্ সাজ্ রব তুলিল প্রদীপ। দীপিকা নীরবে কাঠের মত শক্ত দেহটা লইয়া ভূতে-পাওয়া রোগীর মত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

একটা চাপা ভয় ছিল দীপিকার। বীরেশ্বরকে ডাকিয়া আনার প্রস্তাবটার কথা প্রদীপ যদি উল্লেখ করিয়া বসে! বলিতেই হইবে—আমি যাব না। যাব না।

কিন্তু প্রদীপের বুদ্ধিমত্তার কথাটা অনুল্লেখিতই থাকিয়া গেল। হঠাৎ যদি আসিয়া পড়েন! মনে হইতেই কাপড় ভাঁজ করিতে রত হাত দুইটা দীপিকার তৎক্ষণাৎ অচল হইয়া গেল।

আবার ভাঁজ করিতে লাগিল।

সকালবেলার রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশ্বরের স্থিতপ্রজ্ঞ ভাব নষ্ট হইয়া আসিল। সাগরমলের টাকা পরিশোধের তারিখ আজ। বিলটা পাস হইয়াছে কি না খবরও নেওয়া হয় নাই। হিরণ মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়া সাগরমলের কাছে এক-আধ দিন সময় লইতে হইবে।

সুবোধ লাহিড়ীর পার্কার-ফিফটিওয়ান আর পাওয়া যায় নাই। হাসি পাইল বীরেশ্বরের।—অর্ডারটা হ'ল কি না কে জানে! হবে তো না-ই জানা কথা।

ভাগ্যক্রমে নিশিকান্তর শেয়ারগুলি আদায় করা গেছে। কুঞ্জবিহারীকে এখন আবার ধরা যায়, আগাম কিছু টাকা এখন পাওয়া যেতে পারে।—সারাদিন কাদায় আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিবার অফুরন্ত সুযোগ। এ দিক দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একপ্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করিল বীরেশ্বর।

কিন্তু কাছাকাছি যাইয়া নোংরা স্থান মাড়াইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত পথিকের মত থামিয়া পিছাইয়া গেল মনে মনে। শরীরটা বিদ্রোহ করিল। অবশেষে নাক-মুখ বন্ধ করিয়া যেন কোন মতে একদমে প্রবেশ করিল সাগরমলের গদিতে।

সাগরমল গম্ভীর, বাঁকা সুরে অভ্যর্থনা করিল।—আছুন, আছুন। মনে পড়েছে নাকি বীরেশবাবু?

এসব কথাবার্তা বীরেশ্বরের রীতিমত আয়ত্ত হইয়াছে। এক গাল হাসিয়া বলিল, মনে পড়বে না মানে? শয়নে-স্বপনে জেগে-ঘুমিয়ে আপনার কথাই তো ধ্যান করি। ভোলবার কি উপায় আছে নাকি?

সে তো নেবার সময়।—সাগরমলও বোঝে সব।—দেবার সময় আবার ভুলতে দোষ কি?

ভুলসে আর আসব কেন বলুন ?—বীরেশ্বর আগের সুরের জের টানিতে অক্ষম হইয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল।

এখন তো আপনার দয়া।—সাগরমল ছাড়িতে চাহিল না।

বলতে পারেন আপনি সবই। আপনি পাওনাদার।—বীরেশ্বর শরীরের মোচড়টা সামলাইয়া বলিল, কিন্তু তারিখটাও তো পেরোয় নি এখনও ? আজকের দিনটা তো আছে ?

আজ দেবেন তা হ'লে ?—সাগরমল হাসিয়া বলিল, তাই বলুন। আর, তারিখের কথা বললেন ?—লোহার আলমারিটা খুলিয়া একখানা চেক বাহির করিয়া বীরেশ্বরের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। বীরেশ্বরের সই-করা চেক।

আর একবার হাসিয়া বলিল, দেখলেন ? কদিন হ'ল আজ ?

বীরেশ্বর লজ্জিত হইল। বলিল, পরশু দিন দেবার কথা ছিল। আমারই ভুল হয়েছে।

চেকখানা টানিয়া সরাইয়া লইল সাগরমল। রাখিয়া দিয়া হাস্য করিয়া বলিল, ভুল একটু হয় বাঙ্গালী-বাবুদের। মাছ আর সিগরেট কিনতে কিনতে ভুল হয়ে যায়।

বীরেশ্বর দ্বিতীয় মোড় সামলাইতে একটু সময় লইল।

নিন, বার করুন দেখি। পকেটে বেশিক্ষণ রাখলে আর কি লাভ হবে ?

ও, না না। আজ আনতে পারি নি। বিলটা পাই নি কিনা। আর দুদিন সময় দিন সাগরমলবাবু।

আরে, সে কি আমি বুঝি নি বাবু ?—সাগরমল হাসিতে হাসিতেই বলিল, কথারই যদি ঠিক থাকল, তবে আর বাবু কিসে ?

সাগরমলের গালে একটা চড় বসাইয়া দিল বীরেশ্বর মনে মনে। কিন্তু, না। চটিলে চলিবে না। ঠেকিলে আবার উহার কাছেই আসিতে

হইবে। আর ঠেকিতে তো হইবেই।

দুই দিনের সময় লইয়া বীরেশ্বর উঠিয়া আসিল। বমি বমি ভাব করিতে লাগিল শরীরে। সভয়ে স্মরণ করিল, মাত্র সাগরমল শেষ হইল। আরও অনেক বাকি আছে।

পার্কার-ফিফটিওয়ান পাওয়া গেল আজ। সুবোধ লাহিড়ী খুশি হইয়া গেল।—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বীরেশবাবু। অর্ডার যদি হয় তো আপনারই হবে।

হিরণ মিত্রের কাছে যাইতে হইল না। বিলটা পাস হইয়া গিয়াছে। শুধু সই করিয়া টাকা লইতে হইবে।

বীরেশ্বরের মনের গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গেল। পৃথিবীটা তত খারাপ নয়। ভালও আছে। আনন্দে চোখে যেন জল আসিয়া পড়িল বীরেশ্বরের।

সাগরমল! আঃ—

সাগরমলের টাকা সুদে-আসলে শোধ করিয়াও বেশ কিছু টাকা হাতে থাকে বীরেশ্বর হিসাব করিয়া দেখিল।

কাশ্মীর যেতে হবে। আর কিছু বই।

চেক ব্যাঙ্কে জমা দিয়া টাকা তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাগরমলের গদিতে উপস্থিত হইল আবার। বলিল, দেখি আমার চেকখানা বার করুন তো। নগদ টাকাই নিয়ে এলাম।

সাগরমল সন্তুষ্ট হইল না। টাকাটা কয়দিন আবার হয়তো ঘরে বসিয়া থাকিবে। বলিল, রাগ করেছেন নাকি বীরেশ্বরবাবু?

না, রাগ করবার কি আছে! আমার দরকারের সময় আপনি তো আমার উপকারই করেছেন। তবে, একটা কথা মনে রাখবেন। কথা রক্ষা করবার জন্যে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি। সবাই এক রকম নয়।

তা বটেই তো, বটেই তো।

বাহির হইয়াই বীরেশ্বরের অনুতাপ হইল, অত্যন্ত বোকা উক্তি করা হইয়াছে ভাবিয়া।

এই সব হাঙ্গামা শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতে বীরেশ্বরের প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। বাজুক। বীরেশ্বরের আজ কোন ক্লান্তি নাই।

সুনয়না খানিকক্ষণ বকিয়া লইয়া খাইতে দিলেন।

বউদি !—বীরেশ্বর খাইতে বসিয়া বলিল, আমি মাস তিনেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। দাদাকে ব'লো।

কবে ?

কালকেই।

কি হ'ল আবার ?—সুনয়না সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন।

বেড়াতে যাব।

তুমি তিন মাস ধ'রে বেড়াবে, আর তোমার বিয়ে কি আমি করব ?

কার বিয়ে ?—প্রশ্ন করিয়াই বীরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।—বিয়ে-টিয়ে আমি করব না বউদি। ঘুরে এসে যা হয় দেখা যাবে।

বেশ কথা ! ওসব হবে না ঠাকুরপো। বিয়ে ক'রে তারপর যেখানে খুশি বেড়াতে যাও তুমি।

বীরেশ্বর নীরবে হাসিল একটু।

সুনয়না রাগ করিয়া বলিলেন, তবে তুমি বললে কেন ? তোমার কথায়ই তো উনি খোঁজ-খবর করছেন।

মানা ক'রে দিও।—বীরেশ্বর সভয়ে বলিল, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেছিলাম বউদি। এখন আমার সময়ই নেই—

সুনয়না রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তখনকার মত চুপ করিয়া গেলেন।

রাত্রিতে বীরেশ্বর বেড়াইয়া ফিরিবার পর সুনয়নার কাছে খবরটা পাইল।

তুমি কি দার্জিলিং যাচ্ছ নাকি ঠাকুরপো? না, ঘুমে?—সুনয়না প্রথমেই ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করলেন।

না তো।

হ্যাঁ, অ্যাঁ!—সুনয়না জোর দিয়া বলিলেন, আমি খবর নিয়েছি সব।

বীরেশ্বর একটু চমকিয়া উঠিল।—কি খবর? কোথায় কিসের খবর?

জানি সব।—সুনয়না ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, স-ব জানি। দীপিকারা দার্জিলিং গেছে। দার্জিলিং না তো—ঘুমে। তুমি কাল যাচ্ছ।

বীরেশ্বরের ক্ষণকালের জন্য বাক্‌রোধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতে মৃদু প্রশ্ন নির্গত হইল, কার সঙ্গে গেল?

ওর ভাই গেছে। বলেন্দু না কি! সে গেছে। তাদের বাড়ির মেয়েরা গেছে। ওদের বাড়ি আছে তো ঘুমে? সেখানে থাকবে।

অসহ্য জ্বালায় বীরেশ্বর বজ্রমুষ্টিতে দীপিকার গলা চাপিয়া ধরিল। গায়ের মাংস নখে ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল যেন। অবশেষে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল বীরেশ্বর—

হাঁপাইতেছিল।

কিছুই করিতে না পারিয়া অক্ষম আক্রোশে বীরেশ্বর হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেগে সুনয়নার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

সুনয়না স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।—ঠাকুরপো, শোন, শোন।—পিছনে পিছনে বৃথাই ডাকিলেন বার কয়েক।

ঘণ্টাখানেক পরে বীরেশ্বর ফিরিয়া আসিল। সুনয়না তখন সর্বেশ্বরের নিকট কি বলিতেছিলেন। বীরেশ্বর হালকা সুরে ডাক দিল, বউদি, খেতে দাও।

সুনয়না তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। বীরেশ্বরের চোখের দিকে একবার তাকাইয়া শুধু বলিলেন, চল।

বীরেশ্বর হাস্যের ভঙ্গী করিয়া বলিল, তোমার কি বুদ্ধি বল তো বউদি? আমি যাব কতদূরে, কতদিনের জন্যে! ওরা যে গেছে তাই আমি জানি নে।

ও! আমি ভেবেছিলাম তুমি জান।—সুনয়না সহজ সুরে বলিলেন।

কিছু না।—বীরেশ্বর বলিল, আমাকে বলে নি তো।

শিরাগুলি আবার যেন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মাথা তুলিতেছে!

সশব্দে হাসিয়া উঠিল।—কি সব ধারণা বউদির!

তোমাকে সত্যি বলে নি, ওরা যাবে?—সুনয়না ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

না। আমাকে কেন বলবে?

সুনয়না আর কথা বলিলেন না।

পরের দিন বীরেশ্বর যত দূরের টিকেট পাওয়া যায় একখানা কিনিয়া লইয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিল। জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া পিছনের দিকে অপস্রিয়মান শহরের আলোর দিকে কিছুকাল তাকাইয়া রহিল। উপরের এই মায়াজালের আবরণের নীচে কত গ্লানি, কত ক্লেদ, কত বিড়ম্বনা আছে বীরেশ্বর জানে। মুখ ফিরাইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইল। বাতাসের ঝাপটা লাগিয়া চক্ষু বন্ধ হইয়া গেল। দুর্দান্ত বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছে অনুভব করিল শুধু। নিরুদ্দেশ যাত্রার আবেশ আসিয়া গেল বীরেশ্বরের।

পথে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দীপিকার মনের মধ্যে কাঁটার মত একটা অস্বস্তি বিঁধিয়া রহিল।—অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হ'ল।

সমতল ছাড়িয়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে যখন উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, অস্বস্তির কাঁটা তখন নীচের দিকে সবুজ সমতলের সঙ্গে ক্রমে মিশিয়া গেল। পাহাড়ের বিচিত্র দৃশ্যে, আনন্দ কলরবে, হাসিতে ঠাট্টায় মনের যে সমতলে ছোটখাট বিচার বিবেচনা রাজত্ব করে সেটা নীচে পড়িয়া গেল।

উপরে উঠিলে ওজন কমে। দীপিকা শুনিয়াছিল। মনের মধ্যে সেটা অনুভব করিল আজ। অনীতার সঙ্গে পাল্লা দিয়া কলহাস্যে গড়াইয়া পড়িতেছিল অনীতার গায়ের উপর। অনীতার মতই। পুরুষ বলেন্দুর দিকে আড়চোখে দীপিকা চাহিয়া দেখিতেছিল মাঝে মাঝে। বলেন্দু মহাদেবের মত চটুল নারীর বোঝা বুকের উপর ধারণ করিয়া আনন্দে বহন করিতেছিল। তার প্রশস্ত বক্ষের নিরাপদ আশ্রয় স্বতঃসিদ্ধের মত দীপিকার মনের তলায় কাজ করিয়া যাইতেছে।

আর প্রদীপ অনীতার প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনের চারিপাশে পায়রার মত নৃত্য করিতেছে।

চমৎকার স্বপ্নের মত ছোট বাড়িখানা বলেন্দুর। পৌছিয়া দীপিকারা সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল।

চমৎকার!—মনে মনে বলিল দীপিকা।

পরের দিন হইতে বলেন্দু দীপিকাদের হাওয়ায় উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশ বিলাসে দেহটা যেন ছাড়িয়া দিল দীপিকা।

খাড়া চড়াই পাইলে বলেন্দু দীপিকার দিকে হাতটা আগাইয়া দিয়া অনীতাকে বলে, অনী, তুই প্রদীপের হাত ধর্।

প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরিয়া নির্বোধের মত দুই হাতই আগাইয়া দেয়।

অনীতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে।—এক হাতে পারবেন না বুঝি? হাঁটবেন কি ক'রে?

প্রদীপ লাল হইয়া বলে, বলে, বাঃ, পারব না মানে? আপনি তো হালকা একেবারে!

দীপিকা বলেন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, তুই জানলি কখন দাদা?

এবার অনীতার লাল হইবার পালা।

বলেন্দু দীপিকার হাতের মধ্যে একটা বাড়তি চাপ দিয়া হাসে।

দীপিকা এইটুকুতেই বেপরোয়া অসতীত্বের আনন্দ ভোগ করে যেন।

মাঝে মাঝে বীরেশ্বর সমতল হইতে মাথা তুলিয়া উঁকি মারিয়া মিলাইয়া যায় ছায়াবাজীর মত। কিন্তু অনেক দূরে—অনেক নীচে।

বলেন্দু নিশ্চিন্ত হইয়া প্রথম দিন-তিনেক অপেক্ষা করিল। কিন্তু ক্রমে চঞ্চল এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। সময় ফুরাইয়া আসিতেছে।

দীপিকা সেদিন শরীর খারাপ বলিয়া বাহির হইল না।

থাক্, শরীর খারাপ বোধ করছ যখন, বেরিয়ে কাজ নেই।—বলেন্দু শান্তভাবে উপদেশ দিল। ইঙ্গিতের আনন্দে শরীরের তারগুলি তাহার যেন ঝনঝন করিয়া উঠিল। হাসিল মনে মনে।

আর সকলকে লইয়া বলেন্দু বাহির হইল।

চলিতে চলিতে রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়া বলেন্দু বলিয়া উঠিল, ওঃ-হো! প্রদীপ, তুমি ভাই অনীকে নিয়ে যাও। আমার একটু কাজ আছে অন্যখানে।

প্রদীপ নাচিয়া উঠিল।—বেশ তো। আমরা এগোই। আপনি কাজ সেরে আসুন।

আমার আর যাওয়া হবে না বোধ হয়।—বলেন্দু বলিল, দেরি হবে ওখানে। আচ্ছা, দেখা যাবে। তোমরা যাও তো।

বলেন্দু খসিয়া পড়িল।

একটু ঘুরিয়া দ্রুতপদে বলেন্দু বাসায় ফিরিল। পা দুইটা শরীরের সঙ্গে সমান বেগে চলিতে পারে না বলিয়া বলেন্দু আরও অশান্ত হইয়া পড়িল। পায়ে হাঁটা এই জন্যই সে পছন্দ করে না কোনদিন।

দীপিকা তখন গল্পের বই পড়িতেছিল বসিয়া—

যথাসম্ভব নিঃশব্দে প্রবেশ করিল বলেন্দু। কিন্তু সামান্য শব্দেও দীপিকা টের পাইল। মুখ তুলিতে পারিল না। অপলক চক্ষে বইয়ের পাতার উপর আবদ্ধ হইয়া পড়িল। দেহটা যেন জমাট বাঁধিয়া নিশ্চল হইয়া গেল।

বলেন্দু দরজার ভিতরে মুহূর্তের জন্য থামিয়া দীপিকাকে পিছন হইতে আগাগোডা একবার দেখিয়া লইল। রাশটা একটু টানিয়া লইল যেন। ধীর পদে দীপিকার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

এবার মুখ না তুলিয়া উপায় নাই। দুই জোড়া চক্ষু পরস্পরকে ভেদ করিতে লাগিল। বলেন্দু যেন দীপিকার চক্ষের একটা পলক পডিবার অপেক্ষায় উদ্যত হইয়া রহিল। নির্ণিমেষে মুমূর্ষু দৃষ্টিটা বলেন্দুকে ঠেকাইয়া রাখিতেছে।

কখন এলেন?—পলক ফেলিবার পূর্ব মুহূর্তে দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল, ওরা আসে নি?

না।

জবাবের ছোট শব্দটার সঙ্গে শরীরের তাপ বলেন্দুর অনেকখানি

বাহির হইয়া গেল। তারগুলি ঢিল হইল একটু। একটু নড়িয়া-চড়িয়া দীপিকার বিছানার উপর বসিল।

দীপিকার শরীরের উপর দিয়া যেন ঝড় বহিয়া গিয়াছে। অবসন্ন কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, মাথাটা ধরেছিল। অনেকটা কমেছে এখন।

বলেন্দু তাকাইল। মুখের কোণে একটু হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

বুঝিতে পারিয়া এবার সহজ লজ্জায় মাথা নত করিল দীপিকা। কপালে হাতটা বুলাইয়া আবার বলিল, এখনও আছে—অনেকটা কম।

বলেন্দু অপৌরুষের গ্লানিতে ক্রমশ নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এমন কোনদিন হয় নাই তার।

একটু সরিয়া বসিয়া সহসা দীপিকার কপালে হাত রাখিল।—জ্বর-টর হয় নি তো?—দীপিকার বাঁ হাত টানিয়া হইল হাতের মধ্যে কিছু একটা করিবার বা ধরিবার তাড়নায়।—না, জ্বর হয় নি।—হাতটা মৃদু আকর্ষণ করিয়া একটু ধরা গলায় বলিল, তুমি শোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

দীপিকা হাতটা টানিতে পারিল না। যেটুকু শক্তি ছিল হাত পর্যন্ত পৌঁছায় না। শুধু বলিল, এখন ভাল আছি একটু—

বলেন্দু স্থির দৃষ্টিতে দীপিকার চক্ষু দুইটি ধরিয়া ফেলিল। হাতখানা বলেন্দুর হাতের মধ্যেই ছিল তখনও। মুঠি দৃঢ় হইতে হইতে জ্বর দেখার আবরণটুকু ছিঁড়িয়া গেল। সত্য এবার নগ্ন মূর্তিতে মুখামুখী হইল।

এই অজ্ঞান অবস্থার জন্যই যেন এতক্ষণ বিলম্ব করিতেছিল বলেন্দু। হাতখানা নামিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, হাওয়া আসছে। দরজাটা বন্ধ ক'রে দি।

দীপিকা চক্ষু মুদিয়া খোলা বইয়ের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া

রহিল। বলেন্দুর পায়ের শব্দ অনিবার্য মৃত্যুর মত কাছে আসিতেছে, হৃৎপিণ্ডের তালে তালে শুনিতে লাগিল।

অকস্মাৎ বলেন্দুর স্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকাইয়া উঠিল দীপিকা।—না—না—না—না। না—

বলিতে বলিতে পিছাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। চোখ বুজিয়া ক্রমাগত চাপা আর্তনাদ করিয়া চলিল, না—না—না।

বলেন্দু অসহ্য বিস্ময়ে ভ্রূকুটি করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দীপিকা ক্ষণপরে চোখ মেলিল। ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে যেন। বলিল, দরজা খুলে দিন—দিন—

বলেন্দু নড়িল না। তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে দীপিকাকে যেন দগ্ধ করিতে চাহিল। বলিল, এই শেষ কথা?

হ্যাঁ।

বলিতে লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ঢাকিল দীপিকা।

তা হ'লে সবই মিথ্যে? সবই ভঙ্গী?

সব ভুল—ভুল—

ভুল?—বলেন্দু বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিল, এ রকম ভুল মাঝে মাঝেই কর তো?

দীপিকা আবার মুখ ঢাকিল।

কোন্‌টা ভুল?—বলেন্দু হঠাৎ প্রশ্ন করিল।

দীপিকা নিরুত্তর রহিল।

বলেন্দু পীড়াপীড়ি করিল না। হঠাৎ অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিল। কথা কাটাকাটিতে শরীরটা যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দীপিকা আরও কিছুকাল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে

অযৌক্তিক এক টুকরা হাসি ফুটিল মুখে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসিটা চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কান পাতিয়া খানিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া মাথাটা বাহির করিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল।

বলেন্দু নাই।

অহেতুক করুণায় ভরিয়া উঠিল মনটা।

রাস্তায় নামিয়া বলেন্দু অবশেষে হাসিল। ক্ষমা করিল দীপিকাকে। অপমানের গ্লানিটা কেমন করিয়া যেন ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল।—আমারই দোষ। বোকার মত দেরি করার ফল। সে ঠিকই করেছে। যা করা উচিত।

কিন্তু ভুলটা কি?—প্রশ্নটা মাঝে মাঝে বিঁধিতেছিল।

অনীতা প্রদীপের সঙ্গে অনেকক্ষণ একা আছে। জাগ্রত কর্তব্য-বুদ্ধির তাড়ায় বলেন্দু বেগ বাড়াইয়া দিল। অনীতার ছোট বোনও সঙ্গে আছে। কিন্তু সে নিতান্ত ছোট।

রাত্রিতে নিরিবিলিতে দীপিকা প্রদীপকে বলিল, কাল আমাদের যেতে হবে। তুই বল্ বলেনবাবুর কাছে।

প্রদীপ আকাশ হইতে পড়িল।—কেন?

হ্যাঁ। কেন আবার কি? বাড়ি যাব না?

যাবই তো। একসঙ্গেই যাব। দুদিনের জন্যে আগে যাব কেন? তা ছাড়া ওরা যেতেই দেবে না যে।

দেবে। দিক না দিক, আমাকে যেতেই হবে।

প্রদীপ প্রমাদ গণিল। স্নেহের সুরে বলিল, কেন, কি হয়েছে বল্ তো?

কিছু হয় নি। আমি যাব।

প্রদীপ অভিভাবকের মত ধমক দিল এবার।—যাব বললেই যাওয়া হয় নাকি?

বেশ, আমি একাই যাব তবে।—দীপিকা শেষ কথা জানাইয়া দিল। —তুই যাবি নে জানি আমি। দীপিকা যাইতে উদ্যত হইল।

কোথা যাস্, শোন্?—প্রদীপ বিব্রত হইয়া পড়িল। ওরা কি মনে করবেন বল দেখি? একটা কারণ তো বলতে হবে?

কিছুই বলতে হবে না।—দীপিকা বলিল। আমরা যাব, তাই বলতে হবে।

অনীতা আসিয়া পড়িল।

প্রদীপ চোখের ইঙ্গিতে মিনতি করিয়া নিষেধ করিল দীপিকাকে। তাড়াতাড়ি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া জানাইল, যা বলবার আমি বলব।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে হবে দীপিকাদি।—অনীতা বলিল, শেষ রাত্রে বেরুতে হবে।

আবার?—দীপিকা অনীতার হালকা সুরে বলিল, একদিন তো দেখলাম ভাই। রোজ রোজ ভাল লাগে না।

কালকেই শেষ। আর তো যাব না। কি বলেন প্রদীপবাবু?

প্রদীপ ভয়ে ভয়ে জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়।

কি নিশ্চয়?—হাসিয়া উঠিল অনীতা।

কাল যেতে হবে টাইগার হিলে।

হ্যাঁ, ঠিক।—অনীতা হাসিমুখে দীপিকার দিকে চাহিল।—আপনি কিন্তু 'না' বললে শুনব না।

দেখা যাক। শেষরাত্রে ঠিক করা যাবে।—দীপিকা চাপা দিতে চাহিল।

দেখা যাবে। না গেলে ছাড়বও না তো।

কোন জবাব দিল না দীপিকা।

চলুন, বলেনদা ডাকছেন আপনাকে।—বলিয়া টানিয়া লইয়া চলিল দীপিকাকে। পিছন ফিরিয়া প্রদীপের দিকে চাহিয়া করুণা করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আপনি যাবেন না ?

একটা টিপ খাইয়া তাসপাতার সেপাইয়ের মত লাফাইয়া উঠিল প্রদীপ, বলিল, হ্যাঁ যাচ্ছি।

দরজার কাছে গিয়া দীপিকা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।—থাক্। এখন নয়।

কি হ'ল ?—অনীতা বিস্মিত হইল।

কিছু না, চলুন।—বলিয়া এবার নিজেই আগাইয়া গেল।

বলেন্দুর ঘরে ঢুকিয়া দীপিকাই প্রথম কথা বলিল, কি, শুয়ে পড়েছেন যে ?

বলেন্দু জবাব না দিয়া নির্বাক দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল, শরীরটা ভাল নেই।—বলিয়া একটু হাসিয়া লইল।

মুখ ফিরাইয়া লজ্জা গোপন করিল দীপিকা।—মাথা ধরেছে ?

হ্যাঁ।

দীপিকা নিজেকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া উঠিল মনে মনে।—এ কি হচ্ছে ? আবার ? মুখে মুচকি হাসিয়া বলিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দোব ?

পিছনে ছুটিয়াও কথাটাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না আর। নিজের ওপর চাবুক কষিল দীপিকা। ছিঃ ছিঃ!

বলেন্দু নিশ্চিন্ত হইল। হাসিমুখে বলিল, দিলে ভাল হয়। কিন্তু কে দেবে ?

দীপিকাকে শিয়রে বসিয়া বলেন্দুর কপালে হাত রাখিতে হইল।

রাগে লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না।

অনীতা বলিল, মাথা ধরেছে, এতক্ষণ বলেন নি কেন?

একবার স্পর্শ করিয়াই আকস্মিকভাবে উঠিয়া পড়িল দীপিকা। অনীতাকে বলিল, আপনি বসুন ভাই। আমার একটু কাজ আছে। —বলিয়া মুহূর্ত অপেক্ষা করিল না। কারও দিকে চাহিল না। চলিয়া গেল।

বলেন্দুর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

অনীতা বসিল শিয়রে। প্রদীপ হতবুদ্ধির মত মিনিট খানেক কাটাইয়া দীপিকার অনুসরণ করিল।

অনীতার হাত ঠেলিয়া বলেন্দু উঠিয়া বসিল।—থাক্, সেরে গেছে।

অনীতা টান দিয়া আবার শোয়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, সারুক। আপনি শুয়ে থাকুন না। দীপিকাকে ডেকে দোব?

না।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বলেন্দু।

ভোরের দিকে অনীতা জাগিয়াও চুপচাপ পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া আস্তে আস্তে ডাক দিল, দীপিকাদি!

ধরা গলায় পাশের বিছানা হইতে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল দীপিকা।

জেগে আছেন?—অনীতা একটু বিস্মিত হইল।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

যাবেন?

একটু বিলম্বে জবাব দিল দীপিকা—না ভাই।

অনীতা কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। ক্ষণেক থামিয়া থাকিয়া শুধু বলিল, আপনি না গেলে বলেনদাও যাবেন না।

আমার যাবার উপায় নেই ভাই।

উপায় নেই?

না, আমাকে আজকেই যেতে হবে।

অনীতা মাথা উঁচু করিল।—কোথায়?

বাড়ি।

অনীতার কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বলিল, কি হয়েছে, আমায় বলবেন?

বলিবার কথা দীপিকার হৃদয় ভরিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। ভোরের আবছায়া আলোর মধ্যে মনের এক অংশ উপরে উঠিয়া সমস্ত অস্পষ্টতা ডুবাইয়া দিয়া নিছক প্রেমের স্বপ্নে বিভোর করিয়া তুলিতেছিল।

বলব।—দীপিকা নাটকীয় উচ্ছ্বাসে আরম্ভ করিল।—আপনার বলেনদাকে বলবেন, আমাকে যেন তিনি ক্ষমা করেন।

অনীতা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া লইল।

দীপিকার হঠাৎ কান্না পাইল। অনেকক্ষণ আর কিছু বলিতে পারিল না।

বলেনদাকে বলব?—অনীতা মনে করাইয়া দিল।

হ্যাঁ—দীপিকা সিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল।—আমাকে ক্ষমা করেন যেন। আমি—আমার মন—আমার অধিকারে নেই। আমি একজ·কে—

কাকে?—অনীতা শত চেষ্টাতেও ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না।

একদিন সবই জানতে পারবেন। সব বলব। কিন্তু, আজ নয়।

অনীতা নিরুপায় বোধ করিয়া আকুল হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বলিল, আপনার সঙ্গে আর শিগগির দেখা হচ্ছে না যে।

দেখা হবে।

ওখানে গিয়ে একদিনের বেশি থাকতে পারব না কিনা!

দীপিকা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সেই দিনই হবে। আজ না। আজ আমায় মাপ করবেন।

দিনের আলোতে ভোরের আমেজ ক্রমে শুকাইয়া গেল। কিন্তু দৃঢ়তাটুকু টিকিয়া রহিল। অনীতা অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে অভিমানে বলিল, তা হ'লে চলুন, আমরাও যাচ্ছি। একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই যাব।

অনীতাও বাঁধা-ছাদা করিতে আরম্ভ করিল।

বলেন্দু রাগে গুম হইয়া বসিয়া ছিল। অনীতা আসিয়া বলিল, না, ওঁরা থাকবেন না কিছুতেই।

বেশ তো। বলছে কে থাকতে?

অনীতা বলিল, ওঁদের একা যেতে দেওয়া ভাল দেখায় না। চলুন, আমরাও চ'লে যাই।

তাই চল।—বলেন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

অনীতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাতের আঙুল টিপিতে টিপিতে বলিল, দীপিকাদি রাত্রেই বলছিলেন আপনাকে বলবার জন্যে—

কি?

বলেছিলেন, তাঁকে যেন ক্ষমা করেন আপনি।

কেন?

উনি আর একজনকে ভালবাসেন।

ওঃ।

অনীতা বলেন্দুর মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল।

ঐ দালাল বীরেশ্বর!—বলেন্দু তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যের সুরে বলিয়া উঠিল,

বেশ তো! ভাল তিনি বাসুন না তাকে। মানা করছে কে?

না। তাই বললেন আর কি।—অনীতা গতিক খারাপ বুঝিয়া সরিয়া গেল।

গাড়িতে এক কোণে বসিয়া ছিল দীপিকা। প্রেম-গরিমায় গরীয়সী মনে হইতেছিল নিজেকে।—উত্তীর্ণ! তিনি বুঝিবেন।

একটা কথা তীক্ষ্ণ এক টুকরা ব্যঙ্গের মত সঙ্গে সঙ্গে পীড়া দিতেছিল।—আপনার বলেনদাকে বলবেন—তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর একজনকে ভালবাসি আমি, নইলে তো রাজীই হতাম। এই? ছিঃ—ছিঃ—

শরীরটা শিহরিয়া উঠিল। একটু হাসিও ফুটিয়া উঠিল মনের কোণে।

১১

রবিবারের সকালবেলায় সর্বেশ্বরের বাহিরের ঘরে স্বামীজী অপেক্ষা করিতেছিলেন। সর্বেশ্বর আসিবামাত্র বলিলেন, চলুন তো একটু সর্বেশ্বরবাবু।

সৌম্যমূর্তি সর্বেশ্বর আসন লইয়া বলিলেন, কোথায়?

শ্রীমন্তবাবুর ওখানে। ভদ্রলোক বড় প্রবঞ্চনা করছেন।

কি রকম?

আর বলেন কেন! তিন হাজার টাকা আশ্রমকে ডোনেশন দেবেন ব'লে ওঁর স্ত্রীর নামে গেটটা করিয়ে নিয়েছেন—ললিতা-সুন্দরী গেট।

হ্যাঁ, সে তো শুনেছি।

এক হাজার আগাম দিয়েছিলেন। বাকি টাকা আর দিচ্ছেন না। আজ কাল করতে করতে এক মাস ধ'রে অনবরত ঘোরাচ্ছেন।

লোকটা অতি বজ্জাত তো?

হাড়-বজ্জাত।

কি করতে চান এখন?

আজকে শেষ কথা শুনে আসতে চাই। আপনিও একটু বলুন। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করতে হবে। টাকারও খুব দরকার যে। —গৌড়ানন্দ উৎকণ্ঠার স্বরে বলিলেন, উৎসবের আর দেরি নেই তো।

কোন্ উৎসব?—সর্বেশ্বর মনে করিতে পারিলেন না।

আমাদের প্রতিষ্ঠা-দিবস।

ও, প্রতিষ্ঠা-দিবস এসে পড়েছে?

আর এক মাসও নেই।

তবে তো আর সময়ই নেই।

গৌড়ানন্দ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।—চলুন একবার। ওঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আজ করতেই হবে।

চলুন। কিন্তু ভাবছি—যে রকম লোক—গালমন্দ দিয়ে ফেলব। অবশ্য গীতা পাঠ করি, রাগ করা আমার চলে না। কিন্তু রাগ হবেই, সামলাতে পারব না।

বলিয়া একটু লজ্জিত হইলেন সর্বেশ্বর। উক্তিটা একজন হেডমাস্টারের মত হয় নাই।

আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনার কাছে স্বীকার করব স্বামীজী—মনে করি বটে, রাগ আর করব না; কিন্তু—শেষ রক্ষা করতে পারি নে। সেদিন ইস্কুলে—একটা ছেলে—ভাল ছেলে, দুষ্টুমি করে আমার কার্টুন এঁকেছিল বোর্ডে। এমন রাগ হ'ল। নিছক রাগের বশে মারলাম ছেলেটাকে। মারের চোটে ছেলেটা যখন কাতরাতে লাগল, তখন জ্ঞান হ'ল। থামলাম।

গৌড়ানন্দ ক্ষণেক ইতস্তত করিলেন, শেষে বলিলেন, রাগ শরীরের

ধর্ম। তাকে জয় করার প্রচেষ্টার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। আপনি যে চেষ্টা করছেন, এতেই আপনার জয়।

একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, কিন্তু আমাদের শ্রীমন্তবাবুর মত লোকের পাল্লায় পড়লে রাগ না ক'রে পারবে এমন মানুষই নেই।

তাই বলুন।—সর্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন।—চলুন দেখা যাক।

সর্বেশ্বর উঠিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। উভয়ে রওনা হইলেন।

বীরেশের কোন খবর পেলেন? গৌড়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্বেশ্বর গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, আমার কাছে তো চিঠিপত্র লেখে না। ওর বউদির কাছে একখানা দিয়েছে শ্রীনগর থেকে। দিল্লী আগ্রা কাশ্মীর ক'রে বেড়াচ্ছে আর কি।

বেড়াক কিছুদিন।—গৌড়ানন্দ সহানুভূতিতে বলিলেন, অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ওর। সব সময়ই মনে হ'ত কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অল্প হাসিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে যেদিন দেখা করতে গিয়েছিল, সেদিন আপনি দেখলে নিশ্চয় ভাবতেন, মাথা ওর খারাপ হয়ে গেছে।

খারাপই হয়েছে তো।—সর্বেশ্বর বলিলেন।

সব পুড়িয়ে দেবে, শ্মশান ক'রে দেবে।—গৌড়ানন্দ সহাস্যে বলিলেন, সেই জন্যেই লিখছে বলছিল।

মিথ্যে কথা বলেছে। সর্বেশ্বর বলিলেন, ওরকম কিছু ও লেখে নি তো।

আপনি পড়েছেন?

কিছু কিছু পড়েছি—গোপনে।—সর্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, ওর বউদি খাতাটা এনে দিয়েছিল। ইভলিউশনের দার্শনিক ব্যাখ্যার মত কি একটা লিখছিল। খুব বেশি লেখেও নি।

ইভলিউশন!—গৌড়ানন্দ হাসিলেন।—আজকালকার রেওয়াজ। দর্শন বলুন, ধর্ম বলুন, যাই লিখতে যান, বায়োলজি, কসমোলজি, ফিজিক্স—বিজ্ঞানের সব কিছু আলোচনা ক'রে নিতে হবে। আমিও করেছি।—আর একবার হাসিলেন।—নইলে আজকালকার পাঠকদের মন ওঠে না যে!

তাই বটে।—সর্বেশ্বর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।—বিজ্ঞানের খটমটি কিছু থাকলেই পাঠকদের ভক্তি হয় লেখকদের ওপর।

শুধু তাই নয়। ডেকার্টে, কান্ট, হেগেল—ওদিকে যত আছে সব আলোচনা ক'রে নিতে হবে। তারপর আপনি বলুন, বেদান্ত বলবেন বা যা বলবেন। ঐ সব করতেই তো বইখানা বড় হয়ে গেল।

ভাল কথা, আপনার বইয়ের খবর কি?—সর্বেশ্বর তখন জিজ্ঞাসা করিলেন।

হয় নি এখনও কিছু।

কেন?

অনেকে বলছেন, এ বই কোন ব্রিটিশ বা আমেরিকান পাবলিশার্স পেলে লুফে নেবে। ভাবছি তাই পাঠাব। এখানে ছাপা হ'লে কজনই বা জানবে, কজনই বা পড়বে! বাইরে হয়তো পৌঁছবে না।

খুব ভাল প্রস্তাব হয়েছে।—সর্বেশ্বর বলিয়া উঠিলেন।—কোন বিলিতী কোম্পানিকে পাবলিশ করতে দিন। সব দিক দিয়ে ভাল হবে।

তাই দেব ভাবছি। আমার এক বন্ধু লেখালেখি করছেন। দেখা যাক।

খুব ভাল হবে।—বলিয়া সর্বেশ্বর চুপ করিলেন।

গৌড়ানন্দ চিন্তামগ্ন হইয়া একমনে হাঁটিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্তবাবু বাড়িতেই ছিলেন।

আদর করিয়া বসাইলেন।—আসুন স্বামীজী, আসুন মাস্টার মশাই। টাকা দেব না—এমন কথা তো বলি নি আমি। আমার দিকটা তো একটু বিবেচনা করবেন? 'ল'টা হয়েছে 'ন'এর মত। ন্দ-এর 'ন'টা বোঝাই যায় না। হয়েছে নলিতাসুন্দরী! আমি অবশ্য মাইণ্ড করতাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী দেখে এসে ভারি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তা ছাড়া লেখাটা হয়েছে এমন জায়গায় আর এত ছোট যে, কারুর চোখেই পড়ে না। আমার স্ত্রী বলছেন যে, চোখেই যদি না পড়ল লোকের, তা হ'লে আর লাভ কি?

এটা তো সত্যি কথা হ'ল না।—গৌড়ানন্দ কম আক্রমণাত্মক ভাষাটাই ব্যবহার করিলেন।—একটু ভাল ক'রে দেখলেই বোঝা যায় সবই ঠিক আছে। সিমেণ্টের ওপর লেখা তো?

আমিও দেখেছি শ্রীমন্তবাবু।—সর্বেশ্বর বলিলেন এবার।—পরিষ্কার বোঝা যায় সব।

তা যাই বলুন। আমরাও দেখেছি যখন—। শ্রীমন্ত অটল রহিলেন।

তা হ'লে আপনার বক্তব্যটা কি একটু স্পষ্ট বলুন?—গৌড়ানন্দ উষ্মার রেশটুকু দমন করিতে পারিলেন না।

লেখাটা একটু ঠিক ক'রে দিন—এই তো আমার কথা।

একগাছা বেতের জন্য সর্বেশ্বরের হাতখানা নিসপিস করিতে লাগিল।

গৌড়ানন্দ অবাধ্য স্নায়ুগুলি সংযত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিয়া উঠিলেন, তার পরেও যদি আপনি না দেন টাকা?

তা কেন দেব না, বলুন তো মাস্টার মশাই?

কেন দেবেন না, সে কথা বলা মুশকিলই তো!—সর্বেশ্বর একটা টিপ্পনি দিয়া অনেকটা শান্তি পাইলেন।

গৌড়ানন্দ হাতের লাঠিটা মেঝের উপর খাড়া করিয়া ধরিয়া বলিলেন, বেশ, তাই ক'রে দিচ্ছি। এ কথাটাও যদি আগে বলতেন, এতটা অসুবিধে আমার হ'ত না। ওটা ক'রে দিয়ে তিন-চার দিন পরে আসব তা হ'লে। চলুন মাস্টার মশাই।

অত্যন্ত হীনপ্রকৃতির লোক।—রাস্তায় নামিয়াই সর্বেশ্বর বলিলেন।

আস্ত বাঁদর। গৌড়ানন্দ বাষ্প খানিকটা বাহির করিয়া দিলেন।—এবারটা দেখি। কেসই করতে হবে ওর নামে শেষ পর্যন্ত। টাকাটার খুব দরকার হয়ে পড়ল কিনা!—একটু থামিয়া বলিলেন আবার।

প্রসঙ্গটাই সর্বেশ্বরের অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। তিনি নীরব হইলেন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সর্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দিকে যাবেন এখন? চলুন—আমার ওখানে বসিগে। কাগজটাও পড়া হয়নি আজকের।

চলুন।

কালকের কাগজে আমেরিকার এক প্রফেসরের একটা আর্টিকেল ছিল। বেশ লাগল।

কি লিখেছে?

লিখেছে ঐ। ভারতের দিকে তাকাও। ভারতের জ্ঞানের আলোই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে স্বীকার করেছে।

সবাই স্বীকার করবে ক্রমে।—গৌড়ানন্দ নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিলেন।

রামমোহনবাবুর খবর কি?—হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সর্বেশ্বরের।

গৌড়ানন্দ গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, বলতে পারি নে। তিনি আশ্রমে কিছুদিন থেকে আর যান না।

কেন, কি ব্যাপার?

আমি মানা ক'রে দিয়েছি।

সর্বেশ্বর বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলেন।

গৌড়ানন্দ বলিলেন, কোন বন্ধুর জন্যেই আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট হ'তে দিতে পারি না।

কি করেছেন?—সর্বেশ্বর সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আপনি শোনেন নি কিছু?—গৌড়ানন্দ পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন।

না, কিছুই না।

গৌড়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, আপনার পক্ষে না শোনাই স্বাভাবিক—এ সব নোংরা কথা। রামমোহনবাবুর—। শেষের দিকে একটু টানিয়া গুরুত্ব আরোপ করিয়া দিলেন, চরিত্রদোষ ঘটেছে।

সর্বেশ্বর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। গৌড়ানন্দের চোখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না লজ্জায়। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, কি? কার?

সে বড় বিশ্রী ব্যাপার!—গৌড়ানন্দ ঘৃণার সুরে বলিলেন, বলব চলুন। অবশ্য আমার শোনা কথা। জানি না কতটা সত্যি। কিন্তু রটেছে যখন, কিছু আছেই ভেতরে।

থামিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন একটা।—হুঁ-হুঁ। এথিক্‌স্‌। এই এথিক্‌স্‌ রামমোহনবাবুর!

সর্বেশ্বর মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

বাড়ি পৌঁছিয়া গৌড়ানন্দকে বসিতে দিয়া নিজে বসিয়া সর্বেশ্বর সংকুচিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ সব কথা বলতেও বাধে মুখে।—অবাধ সরল ভঙ্গীতে গৌড়ানন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন।—কিছুদিন আগে উনি যখন কাশী গিয়েছিলেন, সেই সময় একজন অনাথা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। রাঁধবে বাড়বে, কাজকর্ম করবে, মেয়েটিরও একটা আশ্রয় হবে—এই

ভেবেই এনেছিলেন। কিন্তু এখন শুনছি, শুধু রাঁধাবাড়া নয়—সবই চলছে। ক্ষুব্ধ হাস্যের সঙ্গে শেষ করিলেন গৌড়ানন্দ।

সর্বেশ্বর কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, ছিঃ-ছিঃ—

এর পরেও আমি তাঁকে আশ্রমের সংস্রবে যেতে দিতে পারি, বলুন?

না না। উচিত নয়। কিন্তু আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না।

গৌড়ানন্দ উচ্চাঙ্গের হাস্য করিলেন শুধু।

খবরের কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে শুরু করিয়াই বলিলেন, অথচ এই রামমোহনবাবুর চরিত্রের দৃঢ়তা একটা আদর্শের মত ছিল লোকের কাছে। বড় ভাইয়ের সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে বিয়ে করলেন না, তাতে বিঘ্ন হবে মনে ক'রে।

তা জানি, সেই জন্যেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট আমারও কম হয়নি সর্বেশ্বরবাবু।—গৌড়ানন্দ গভীর আবেগের সঙ্গে বলিলেন, কিন্তু মানুষের দুর্বলতা যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা আমি জানি।

সত্যি, মানুষ বড় দুর্বল।—সর্বেশ্বর দুর্বল মন্তব্য করিলেন।

না।—গৌড়ানন্দ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন যেন।—না। মানুষ দুর্বল নয়। অমৃতের পুত্র মানুষ। দুর্বলতা জয় করতে পারে ব'লেই মানুষ। কই, আপনি আমি তো দুর্বল নই।

সর্বেশ্বর চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ, দুর্বলতা জয় করার মধ্যেই তো মনুষ্যত্ব। কিন্তু কজনই বা পারে? দুর্বল সবল সব রকমের মানুষ নিয়েই জগৎ।

সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু রামমোহন বাবুর মত উচ্চ-

শিক্ষিত সবল মানুষের এই অধঃপতন আমি ক্ষমার অযোগ্যই মনে করি।

তা বটেই তো।

গৌড়ানন্দ খবরের কাগজে চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

বাজারের থলি হাতে লইয়া ভৃত্য লোচন দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্বেশ্বর দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইলেন।—হ্যাঁ, একটু দাঁড়া।

গৌড়ানন্দ মুখ তুলিয়া বলিলেন, ও, বাজার হয় নি বুঝি ?

না, যাব এখন।—সর্বেশ্বর চাঞ্চল্য গোপন করিলেন।

আচ্ছা, আমি উঠি সর্বেশ্বরবাবু।

বসুন না। তাড়াতাড়ির কি আছে। বাজারটা আবার এখানকার এমন, একটু দেরি করলেন তো ভাল জিনিস কিছুই পাবেন না।

আমি জানি, ভাল জিনিস সকালে না গেলে পাওয়াই যায় না।

গৌড়ানন্দ উঠিলেন।

১২

টাকা ফুরাইয়া আসিতে বীরেশ্বর নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছেদ টানিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কলেজ আমলের বন্ধু ভবতোষের সঙ্গে দেখা করিয়া প্রথমেই বলিল, শোন্, আগে কাজের কথাটা ব'লে নিই। পরে সব আলাপ করা যাবে।

তাই কর্।—ভবতোষ হাসিয়া বলিল।

শোন্। আমি একরকম 'সর্বতীর্থ ঘুরিলাম' ক'রে এখানে এসেছি কালকে। মাস খানেকের হোটেল-খরচ এখনও আছে সঙ্গে। কাজেই এক মাসের মধ্যে আমার একটা ব্যবস্থা করা চাই। বাংলা লিখতে

পারি। ভালই পারি বোধ হয়। শুনেছি, সিনেমার সংলাপ লিখে বেশ টাকা পাওয়া যায়। একটু ধরপাকড় ক'রে তারই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। একটা ট্রায়েলের চান্স অন্তত যোগাড় করতে হবে। তারপর, দেখা যাক। কলকাতায়ই থাকব স্থির করলাম।

হয়েছে ?

না, আর একটা কথা। আর আমার সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে একজন মেয়ে ঠিক করতে হবে।

অ্যাঁ ?

প্রেম করবার একজন মেয়ে চাই, বাস্। আর কিছু চাই না। এইবার বল্ তুই।—বীরেশ্বর আরাম করিয়া বসিল।

ভবতোষ বলিল, এখন আলাপ করা যায় ? কাজের কথা তো হ'ল ?

বাক্যের উত্তেজনা নিঃশেষ হওয়ায় বীরেশ্বর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। একটু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি করছিলি এদ্দিন ?

দালালি করছিলাম ভাই। আর লিখছিলাম। না, লিখতে চেষ্টা করছিলাম।

কি ?

শীঘ্র জবাব দিল না বীরেশ্বর।

কি লিখছিলি ?

ইভলিউশন। মনের।—একটু হাসিয়া অবশেষে বলিল বীরেশ্বর।

সর্বনাশ !

সর্বনাশই বটে।—বীরেশ্বর ক্লান্তস্বরে বলিল, ছেড়ে দিয়েছি।

ছেঁড়ে দিলি কেন ?

নাগাল পেলাম না। লিখলে ভুল কথাই হয়তো লিখব যখন মনে

হ'ল, তখন ছেড়ে দিলাম। স্থগিত রাখলাম বরং। মনটা শেষকালে আমাকেই ভিক্‌টিম ক'রে নানা খেল্ শুরু ক'রে দিলে কিনা!

ভবতোষ হাসিয়া উঠিল।—কি রকম?

বীরেশ্বর সভয়ে পিছাইয়া গেল যেন।—পরে। পরে। দুদিন জিরোতে দে ভাই।

ভবতোষ নীরব দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল কিছুক্ষণ। বীরেশ্বরের কথাবার্তার একটা অর্থ-সঙ্গতি স্পষ্ট হইয়া উঠিল যেন। বলিল, অ্যাঁ, তোকেই শেষকালে ভিক্‌টিম করল! খেল্‌টা কি খেলল, সে থাক্ এখন। তারপরে? হাতড়ে বেড়াচ্ছিস বুঝি?

বেড়িয়েছি। কিন্তু, আর না।

ভবতোষ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, চা খাবি ?

হ্যাঁ।

ভবতোষ একটা হাঁক দিয়া চায়ের হুকুম দিল।

লেখাটা নিয়ে এসেছিস?—ভবতোষ বলিল।

বীরেশ্বর মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া জবাব দিল, না।

যাকগে, শেষ হ'লে দেখা যাবে।—ভবতোষ ছাড়িয়া দিল। এখন তা হ'লে তোর কাজের কথায় আসা যাক। সিনেমার সংলাপ। ধর্, একটা ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু সেটা দালালির চেয়ে উচ্চস্তরের মনে করছিস কেন? মোটেই তা নয় যে। সংলাপ মানে—প্রলাপ। লিখতে পারবি?

কথাটা মনে লাগিল বীরেশ্বরের। কিন্তু ভাবিতে গিয়া মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল আবার!—এখানেই থাকতে হবে যে আমাকে। যে স্তরের হোক দালালি এখানে সম্ভব হ'লে তাই করতাম। যা হোক একটা কিছু করতে হবে তো। ঐটেই সুবিধে মনে হচ্ছে।

বেশ, দেখ্ চেষ্টা ক'রে। আচ্ছা তা হ'লে এক নম্বর গেল। এখন দু নম্বর। প্রেম করবার মেয়ে।

হ্যাঁ, এটা আরও জরুরি।

এটা আরও কঠিন রে ভাই।—ভবতোষ অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিয়া ফেলিল।—লাখে লাখে মেয়ে প্রেম করছে, অথচ দরকার মত একজনও পাওয়া যাবে না। এই দুঃখেই আমাকে বিয়ে করতে হ'ল যে।

বিয়ে করেছিস তুই?

দু বছর।

বীরেশ্বর কিছুকালের জন্য নির্বাক হইয়া রহিল। হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, বেশ, ভাল। কিন্তু বিয়ে করলে আর এখানে কেন? বাড়িই ফিরে যাই।

বাস্, মুহূর্তে ফেঁসে গেল সব?—ভবতোষ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর পুনরায় পিছনে হেলান দিয়া পড়িয়া একটু হাসিয়া বলিল, কি করব? তুই নিরাশ ক'রে দিলি যে। তা ছাড়া—। বীরেশ্বরের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।—নতুন ফিলজফি দেব আমি—আমার মানসিক অবস্থা এমন না হ'লে চলে?

চা আসিল।

বীরেশ্বর এক চুমুক টানিয়া লইয়া বলিল, তবে ফিলজফি আছে আমার। দেব।

তবে দিয়ে দে না। চুকে যাক।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

বীরেশ্বর বলিল, আমাদের স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করবার সময় একটা

কথা ব'লে ফেলেছিলাম। প্রচণ্ড দার্শনিক তথ্য।

কি—রে?—ভবতোষ ইয়ারকির সুরে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

মানবদেহটা এখনও তৈরি হয় নি। কথাটা অবশ্য ঝোঁকের ওপর বলেছিলাম। কিন্তু ক্রমশ যেন হাড়ে হাড়ে কথাটার সত্যতা, যাকে বলে উপলব্ধি—করছি আমি। আমার নিজেরই অনেক কার্যকলাপের পরে বুঝলি, কেমন একটা অস্পষ্ট বানর-বানর ভাব এসে যায়। মনে হয়, আমি বানরই র'য়ে গেছি।

জোরে হাসিতে গিয়া থামিয়া গেল ভবতোষ। বলিল, আর সকলকে কি মনে হয়?

তখন আর অস্পষ্টতা থাকে না।

স্পষ্ট বানর?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দালালিতে, প্রেমে—

প্রেমেও?

খুব বেশি। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত সমষ্টিগত—ন্যাশনাল ইন্টার-ন্যাশনাল যত প্রকার আছে—ধূর্ত স্বার্থবুদ্ধির চেঁচামেচিতে আসল জমি সম্বন্ধে ভুল হবার জো নেই।

ভবতোষ অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, তোর কেস্‌টা আমি বুঝেছি। ভাল একটা চাকরি। তোকে রক্ষা করতে হ'লে ভাল চাকরি একটা চাইই। রোগটা ঐ।

হ্যাঁ, বোধটা একেবারে মেরে ফেলতে হ'লে তাই চাই। তোর মত! ভাল চাকরিতে নিশ্ছিদ্র মজবুত হয়ে বসেছিস!

নইলে জীবন তোর দুর্বহ হয়ে উঠবে যে!

একটু উঠুক।—বীরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।—এখন অন্তত বোধ আছে বুঝতে পারি, সেটুকু আর নষ্ট করতে চাস না। এই উপকারটা

করিস না আমার।

আচ্ছা, করব না। ব'স্, ব'স্।

বীরেশ্বর হাসিয়া আবার বসিল।

তা হ'লে আমাকে এখন কি করতে বলছিস? -ভবতোষ মনে করাইয়া দিল।

বীরেশ্বর চিন্তা করিতে করিতে ডুবিয়া গেল কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ এক সময়ে বলিল, আচ্ছা, আমি যদি এখন সিদ্ধান্ত করি যে. কাল থেকে আমি রিক্‌শ টানতে শুরু করব, কি চানাচুর ফেরি করব, কি থিয়েটারে ঢুকব, কি—

অনেক আছে—লিষ্টি বাড়িয়ে লাভ নেই। তা হ'লে কি—তাই বল্।

যে কোন সিদ্ধান্ত আমি নিতে পারি। আটকাবে কে?

কেউ না।

শ্রীনগরেই যদি জীবনটা কাটিয়ে দেবার মতলব করি আমি? কিংবা কাটামুণ্ডুতে?

কে আটকাবে?

তাই বল্। আবার বাড়িও চ'লে যেতে পারি আজকেই।

খুব—খুব।—ভবতোষ সহাস্যে উৎসাহ দিল।

আশ্চর্য স্বাধীনতা রয়েছে আমার। তা হ'লে বাড়িই যাই, কি বলিস?

কেন যাবি না? যাবার স্বাধীনতা রয়েছে যখন?

বীরেশ্বরও হাসিল। অত্যন্ত ম্লান হাসি। বলিল, কলকাতায় থাকব—এই সিদ্ধান্তই পথে করছিলাম। প্ল্যানটা চমৎকার মনে হয়েছিল। এখন—। তা ছাড়া তুইও তো ভরসা দিতে পারলি না কিছু?

ভবতোষ জবাব না দিয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, শোন্। মজবুত নিশ্ছিদ্র লোকের একটা পরামর্শ শুনবি ?

বীরেশ্বর একটা অবলম্বনের আশায় আশান্বিত হইয়া উঠিল। বলিল, বল্।

বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। তারপরে মন স্থির ক'রে সিদ্ধান্ত একটা করা আর সেই মত কাজ করা বাস্তবিকই কঠিন হবে না দেখবি। এখন চল্ প্যারাডাইসে ভাল হিন্দী ছবি আছে একটা, চল্। বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল।

রাস্তায় ভবতোষ আর একবার উপদেশ দিল।—জীবনটাকে একটু সহজভাবে নে, সহজ ভাবে দেখ, সব সহজ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ পরে বীরেশ্বর কথা বলিল, তাই করব। লেখা-টেখা সব ছেড়ে দেব। দাদার মত হবার জন্যে চেষ্টা করব। গীতা, কলা চিঁড়ে, দই, এমন একাকার ক'রে, এমন সমগ্রভাবে গ্রহণ করেছেন দাদা! সুন্দর! তাই করব।

ভবতোষ বীরেশ্বরের অনেক কষ্টের ফাঁকা শান্তি ভঙ্গ করিল না।

১৩

বীরেশ্বর পৌঁছিবামাত্র সুনয়না বলিলেন, জল-টল খেয়ে দীপিকার সঙ্গে একটু দেখা ক'রে এস।

বীরেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিল।—কেন ?

আমার চিঠি পাও নি ?

না তো।

ও!—বলিয়া সুনয়না একটু থামিয়া বলিলেন, আমি ভেবেছিলাম, আমার চিঠি পেয়েই আসছ তুমি।

নাঃ।

যা হোক, এসে ভাল করেছ।—সুনয়না হালকা ঠাট্টার সুরে গুরুত্ব মিশাইয়া বলিলেন, মেয়েটা তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে ম'ল।

কোন্ মেয়েটা বউদি?

সুনয়না সুরটা সংশোধন করিয়া লইলেন, ঠাট্টা নয়। দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে তুমি চ'লে গেছ শুনে আমার কাছে ছুটে এসেছিল।

ছুটে এসেছিল! হ্যাঁ, তারপরে? ফিট হয়ে পড়ল বুঝি?

সুনয়না একটু হাসিয়া বলিলেন, থাক্ এখন। পরে বলব। তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও।

না না। তুমি বল না বউদি! খুব ঠাণ্ডাই আছি আমি। হ্যাঁ তার পরে কাঁদল? না, সবগুলো একসঙ্গে ছাড়েনি বুঝি?

ভুল রাগ করছ ঠাকুরপো।

রাগ!—বীরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।—রাগ করব কার ওপর? দুঃখ করছি। এমন একটা খেল তার হাতছাড়া হয়ে গেল! তার দুঃখে আমিও দুঃখিত বউদি।

সব শুনলে আর এ রকম ক'রে বলতে পারতে না ঠাকুরপো।—সুনয়না ধীরে ধীরে বলিলেন।

বলে যাও। শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই।

থাক্, তার কাছেই শুনো।

তার কাছে?—বীরেশ্বর হাসিল। তা শুনব হয়তো কোনদিন। দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ার তো কিছু নেই। দেখাও হবে, আলাপও হবে। না হবার কি আছে?—বীরেশ্বর ভাল-মানুষের মত নিশ্চিন্তে জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইল।

সুনয়না নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

হঠাৎ আবার উঠিয়া আসিয়া সুনয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল বীরেশ্বর। বলিল, সে বুঝি খুব আনন্দ করেছে যে, তারই জন্যে আমি দেশত্যাগী হয়েছি? না, বউদি?

কি যে বলছ ঠাকুরপো, আনন্দ করবে কেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করেছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।—বীরেশ্বর অবুঝের মত বলিতে লাগিল, তুমি তাই বুঝিয়েছ তাকে! অথচ আমি যখন যাওয়া স্থির করি, তখন জানতামও না যে, ওরা কোথায় গেছে!

এসব কোন কথাই হয় নি ওর সঙ্গে।—সুনয়না হাসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছি ঠাকুরপো।

বেশ, দেখা হ'লে কথাটা ব'লে দিও তুমি।—বীরেশ্বর আবার কাজে লাগিয়া গেল।

সুনয়না চুপ করিয়া গেলেন তখনকার মত। খাওয়ার সময় বীরেশ্বর বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া সুনয়নাকে ফাঁক দিল না।

দাদার শরীর ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, তা আছে।

গীতাপাঠ রীতিমতই চলছে নিশ্চয়?

আগের চেয়ে বেশি।

চিঁড়ে দই?—বীরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল।—কলা?

সেদিকে কোন ত্রুটি নেই।—সুনয়না হাসিলেন।—আর সব দিকে খরচ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

ও!—বলিয়া বীরেশ্বর গম্ভীর হইল। মুহূর্ত পরে।—স্বামীজীর খবর কি?

স্বামীজীর খবর তো আমি রাখি না।—সুনয়না বলিলেন, হ্যাঁ, আশ্রমের—কি বলে—প্রতিষ্ঠা-দিবস হবে শীগগিরই, স্বামীজী ব্যস্ত খুব।

বেশ। আর—ইয়ে—আর কি খবর বল?

আর তো কোন খবর দেখি না।

কিন্তু বীরেশ্বরের অভাব হইল না। শেষ পর্যন্ত চালাইয়া লইয়া গেল।

ঘরে গিয়া বীরেশ্বর যখন আলমারি হইতে বইগুলি এক-একখানা করিয়া বাহির করিয়া দেখিতেছিল, সুনয়না আবার প্রবেশ করিলেন।

পদশব্দেই বীরেশ্বরের ঘাড় শক্ত হইয়া উঠিল। দীপিকা আসিয়াছে, অনুভব করিল। বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সুনয়না অনেকক্ষণ প্রতিপক্ষ দীপিকায় মিশিয়া গিয়াছে বীরেশ্বরের মনের মধ্যে।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুনয়না আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, ওর কাছে একবার যাও ঠাকুরপো। একটা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে অনেক মেয়েটা! সে দীপিকাই আর নেই, জান? কাঁদল ব'লে ঠাট্টা করলে তুমি। সত্যি, সেদিন আমার কাছে সব বলতে বলতে সে কি কান্না! কিছুই লুকোয় নি, সব বলেছে আমার কাছে। ঘুমে বলেন্দু কি সব কেলেঙ্কারি করবার মতলব করেছিল, সে সব পর্যন্ত বলেছে আমার কাছে।

বীরেশ্বর এবার সবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—কি?

সে অনেক কথা।—সুনয়না একটু গুটাইলেন তখন!

কি কথা?—সংক্ষিপ্ত অধীর প্রশ্ন করিল বীরেশ্বর।

সুনয়না আর একটু বিলম্ব করিয়া তারপরে বলিয়া ফেলিলেন, আবার কি? বদ ছেলেদের যা কাজ তাই। একদিন দীপিকাকে একা বাড়িতে পেয়ে ধরতে গিয়েছিল ঐ বলেন্দু।

কেন?

সুনয়না হাসিয়া ফেলিলেন। শোন বোকার কথা! কেন?

বীরেশ্বর উত্তপ্ত হইয়া লাল হইয়া গেল লোহার মত।

একেবারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আমাদের!—সুনয়না উত্তাপ বাড়াইয়া দিলেন।

তারপরে?—বীরেশ্বর কোনমতে জিজ্ঞাসা করিল।

সুনয়না দীপিকার গর্বে গরবিনী হইয়া উঠিলেন যেন। তেজের সঙ্গে বলিলেন, তারপরে আবার কি? দীপিকাও তেজী মেয়ে, চেঁচাবার ভয় দেখিয়ে তখ্‌খুনি বার ক'রে দেয় ঘর থেকে। পরের দিনই চ'লে আসে।

বীরেশ্বর অনুভূতির সীমানা ছাড়াইয়া 'নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ডে' পড়িয়া গেল যেন।

সুনয়না বলিলেন, তুমি একবার যাও ঠাকুরপো। আগের দিন তুমি ওকে যে সব কথা বলেছিলে, তার জবাব দিতে পারে নি ব'লেই ওর সবচেয়ে বেশী দুঃখ। বলে কি, শুনবে? বলে যে তোমার কাছে কথা কটা বলতে পারলেই ওর ম'রে যেতেও আপত্তি নেই। তখন আমার হাসি পেল অবিশ্যি। কিন্তু, সত্যি কষ্ট পাচ্ছে।

শরীরের মধ্যে এবার একটা মোচড় দিয়া উঠিল বীরেশ্বরের।

সুনয়না বলিলেন, তোমরা পুরুষেরা বড় বোকা! এত ভালবাসে তোমাকে, একদিনও বুঝতে পার নি তুমি?

এতক্ষণে তর্ক-প্রবৃত্তির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাঁচিয়া গেল বীরেশ্বর। বলিল, তোমরা আবার বেশি চালাক যে! বুঝতে তো দেবেই না, নিজেকেও ফাঁকি দেবে।

নিজেকে দিই বরং! কিন্তু আর কাউকে না।—সুনয়না গর্বের সঙ্গে বলিলেন।

কি জানি তোমাদের কথা!—বীরেশ্বর ক্রমশ সহজ হইয়া আসিতে চাহিল। আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

সুনয়না একটু হাসিয়া বলিলেন, আমার কর্তব্য আমি করলাম। এখন যা ভাল বোঝ কর। আমি যাই, কাজ আছে।

বীরেশ্বর নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইল। সুনয়না চলিয়া গিয়াছেন।

খুট করিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া দিল বীরেশ্বর। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার খুলিয়া ফেলিল। একটার পর একটা বই সরাইয়া সরাইয়া সবগুলি দেখা হইয়া গেল। আবার বন্ধ করিতে হইল। তারপরে? হাতের মধ্যে ধরিবার মত একটা শক্ত অবলম্বন চাই। মনের ফাঁকটা কোন প্রকারে ডিঙাইয়া যাওয়া দরকার। মুহূর্তের অবসর দিলে মুখোমুখি পড়িয়া যাইতে হইবে। সভয়ে পিছনে সরিতে লাগিল বীরেশ্বর। মনের পিছনে।

মিথ্যে, বানোনো কথা সব।

কিন্তু সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া প্রভাতের আলোর মত একটা অস্পষ্ট আনন্দের আভাস চারিদিক হইতে বীরেশ্বরের মনটাকে আলোকিত করিয়া তুলিতেছিল। ধীরে ধীরে।

সহসা একটা তীব্র আলোতে মনটা ঝলকিয়া উঠিল। যদি সত্য হয়! দীপিকার দেহটাই তো তাহাকে রক্ষা করিয়াছে! ইন্‌স্টিংট?

একটা সত্য আবিষ্কার করিল যেন। বিদ্বেষ কাটিয়া গেল অনেকখানি। মনটা খুশি হইয়া উঠিল দুনিয়ার উপর।

জামা-কাপড় বদলাইয়া ফেলিল। বাছিয়া বাছিয়া ভাল জামাকাপড় পরিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। মনটা দমিয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। চেহারাটা কোন দিনই খুব ভাল ছিল না। আজ আরও খারাপ মনে হইল বীরেশ্বরের। চোখে মুখে কালি পড়িয়া গিয়াছে যেন। একটু ঘুমাইয়া লইতে পারিলে শরীরটা অনেকখানি ঠিক হইয়া যাইত বোধ হয়।—ভাবিল বীরেশ্বর।

তৎক্ষণাৎ এক টুকরা বক্র হাসি ফুটিয়া উঠিল ঠোঁটে।—আমার ইন্‌স্টিংটের বোধ করি আর ইভলিউশন হয় নি—গাছের আমলের পরে। এক রকমই আছে।

না, হয়েছে। খারাপের দিকে।

আর একটা সত্য যেন ঝলকিত হইল। টুয়ার্ডস পার্‌ফেক্‌শন। কচু! মিথ্যে!

বাহির হইবার পূর্বে সুনয়নার সঙ্গে একটু কথা বলিবার প্রবল বাসনা হইল বীরেশ্বরের। বসিয়া অপেক্ষা করিল কিছুক্ষণ। সুনয়না আসিলেন না ঘরে।

বাহির হইয়া সুনয়নার কাছে গিয়া ভ্রূকুঞ্চিত হাসিমুখে দাঁড়াইল।

যাচ্ছ নাকি?—সুনয়না হাসিয়া বলিলেন।

হ্যাঁ। মিছে কথা কতটা শিখেছ, যাচাই করতে যাচ্ছি।

যাও।

বীরেশ্বর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়া উঠিল—থাক্‌। আমি যাব না। না।

কি হ'ল?

না, থাক্‌।—বীরেশ্বর যাইতে উদ্যত হইল।—আমি আর যাব না।

তোমার খুশি। নাই গেলে।—সুনয়না কাজে মন দিলেন।

ঘরে গিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া একখানা গল্পের বই লইয়া বীরেশ্বর শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রদীপ প্রবেশ করিতেছে। উঠিয়া বসিল বীরেশ্বর।

এস প্রদীপ। ব'স।

কেমন আছেন বীরেশদা? কখন এলেন?—প্রদীপ কথামত কুশল-সমাচার হইতে শুরু করিল।

তোমার খবর কি?—বীরেশ্বর জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ভাল।—একটু গম্ভীর হইল প্রদীপ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছ?—বীরেশ্বর আলাপের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিল।

না, এখানেই। আপনি এসেছেন শুনে—

ও! কার কাছে শুনলে?

লোচন গিয়েছিল।—সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিল প্রদীপ।

আমাদের লোচন?

হ্যাঁ।

বীরেশ্বর শান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল। ভাবিল, সত্য। আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই তার। শান্তিতে মনটা যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

বেরুবেন না? চলুন না, আমাদের পাড়া থেকে বেড়িয়ে আসবেন।—প্রদীপ সংকুচিত কণ্ঠে বলিল।

হাসি ফুটিয়া উঠিল বীরেশ্বরের মুখে।—হ্যাঁ, বেরুব। চল যাই। তুমি বউদির সঙ্গে দেখা করবে না?

ও, হ্যাঁ।—প্রদীপের মনে পড়িয়া গেল।—আপনি রেডি হয়ে নিন ততক্ষণ।

প্রদীপের সঙ্গে সুনয়না আসিলেন। বীরেশ্বরের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন শুধু। বীরেশ্বরও নীরব হাস্যে কোন কথা না বলিয়া প্রদীপের সঙ্গে রওনা হইল।

প্রদীপের বাড়ী পৌঁছিয়া প্রদীপের মাকে একটা প্রণাম করিয়া লইল বীরেশ্বর। শান্তিলতা মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন, ঘরে গিয়ে ব'স বাবা।

বীরেশ্বর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

দরজার সম্মুখে আসিয়া প্রদীপ বলিয়া উঠিল, ও-হো, আমার একটু কাজ আছে যে। আপনি বসুনগে।—বলিয়া ভারিক্কি চালে সরিয়া গেল।

দীপিকা উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল। বীরেশ্বর ভিতরে প্রবেশ করিবার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া এক পাশে বসিল। বীরেশ্বর একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া পাশে বসিল। তারপরে উভয়ে একসঙ্গে উভয়ের দিকে তাকাইল। দীপিকার চোখের পাতা ভারী, দৃষ্টি করুণ—আবেশ-মাখা। বীরেশ্বরের তল্লাশি।

একসঙ্গেই উভয়ে নতচক্ষু হইল। ডিঁডিয়া নামাইতে হইল যেন।

দীপিকা বুঝিল, এখন বলিবার সময়। গুছানো কথাগুলি বলিতে গিয়া গলায় আটকাইয়া গেল একটু। উঠিয়া হঠাৎ বীরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বসিল একটা। এই অংশটা অন্তত কার্যে পরিণত করিতে পারিয়া তৃপ্ত হইল দীপিকা। লজ্জাও বেশি হইল। বীরেশ্বরের কাছেই মশারি টাঙাইবার খাড়া কাঠটা ধরিয়া দাঁড়াইল।

প্রণামের সময় বীরেশ্বর দীপিকার মাথায় হাত লাগাইয়া ফেলিয়াছে। সেই পথে বাঁধ খানিকটা খুলিয়া গিয়াছে। বলিল, ব'স।

না, যাই।—বলিতে গলাটা ছাড়িয়া গেল দীপিকার। চোখের জলে রচনা করা কথাগুলি এখনই বলা দরকার। বলিল, সেদিন আমি কোন জবাব দিই নি। ভেবেছিলাম, তুমি বুঝেছ।—একটু থামিয়া 'তুমি'র রেশটা ভোগ করিয়া লইল।—যখন শুনলাম—। কণ্ঠ চাপিয়া আসিল।—সব ভুল বুঝে— চোখে জল আসিয়া পড়িল।—তার শাস্তি—। চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

করুণার তীরের মত বিঁধিয়া গেল বীরেশ্বরের মর্মে। আহত পশুর মত লাফাইয়া উঠিয়া দীপিকাকে টানিয়া লইয়া বুকের কাছে মাথাটা

চাপিয়া ধরিল। বলিতে লাগিল, আর ভুল হবে না, আর ভুল হবে না—

দীপিকা সুখের তীব্রতায় হাঁপাইয়া উঠিল! বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। চাপা স্বরে 'আসছি' বলিয়া আস্তে আস্তে মুক্ত হইয়া ভারী বোঝার মত অবশ দেহটাকে টানিয়া বাহির হইয়া গেল।

ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল বীরেশ্বর। শ্বাস-প্রশ্বাস আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৪

বীরেশ্বর ভবতোষের কাছে চিঠি লিখিল দিন তিনেক পরে। লিখিল—

আমার বিবাহ এ মাসের পঁচিশে—আর মাত্র পনরো দিন পরে। তোকে আসতে হবে। এলে দেখবি, জীবন আর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এই কদিনে কত পেকে উঠেছে। হাসবার দরকার নেই—জবাবটা আমি বুঝেছি। পচন ধরতে পারে জানি। বিয়ের তারিখটা সেই জন্যেই যতদূর সম্ভব এগিয়ে আনবার ব্যবস্থা করেছি।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমি আশাবাদী। মনের শিকড় দেহের মধ্যে—যার নাম ইন্‌স্টিংট, দেহের রসে তার পুষ্টি। পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার দেহে নতুন কিছু আশা করাই অন্যায়।—এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল আমার। মনের লতা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে বটে। কিন্তু শিকড় থাকে জমিতে। ফল প্রত্যক্ষ। 'ভাল দেহ চাই' স্লোগান দিয়ে একটা প্রচণ্ড ডিমন্‌স্ট্রেশন দেবার পরিকল্পনা করছিলাম।

আজ মনে হচ্ছে, দরকার নেই। ইন্‌স্টিংটেরও ইভলিউশন—টুয়ার্ডস পার্‌ফেক্‌শন?—হয়। অন্তত দীপিকার হয়েছে। দীপিকা, মানে—যার সঙ্গে আমার বিয়ে। ঘটনাটা সাক্ষাতে বলব। তোর একটু কৌতূহল হয়ে থাক্‌।

আরও অনেক কথা আছে—

এই সময়ে সুনয়না প্রবেশ করিলেন ঘরে। বীরেশ্বর চিঠিখানা শেষ করিয়া ফেলিল। মুখ তুলিয়া বলিল, বউদি, ঠিক পঁচিশে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। পঁচিশে, পঁচিশে। বাপ রে! সুনয়না ক্ষেপাইবার জন্ত বলিলেন।

বীরেশ্বর হাসিল।—এক বন্ধুর কাছে চিঠি দিলাম কিনা। তারিখটা ভুল হওয়া উচিত নয়।

ভুল হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।

দেখো, তুমিই একমাত্র ভরসা।—হাসিয়া বীরেশ্বর চিঠিখানা বন্ধ করিয়া উঠিল।—কিন্তু, বউদি—

বল।

আমার বড় ভয় করছে। বিয়ে তো কোনদিন করি নি।

সুনয়না খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।—আগে থেকে যদি অভ্যাসটা ক'রে রাখতে! আজ আর কোন অসুবিধেই হ'ত না তা হ'লে।

ঠিক বলেছ। ভুল হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় বল দেখি?

বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দাও। এর মধ্যে অভ্যাসটা করে ফেল।

বীরেশ্বর ইঙ্গিতটা ধরিতে পারিয়া লজ্জিত হইল।

হ্যাঁ, তাই দেখি।—বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

টাকা!

নানা ভাবতরঙ্গের মধ্যে এইটাই ক্রমশ স্পষ্টতর এবং জোরদার হইয়া উঠিতেছিল বীরেশ্বরের। টাকা কিছু অবশ্য-প্রয়োজন।

টাকার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আরও কয়েকটা মুখ ভাসিয়া উঠিতেছিল মনের মধ্যে। সাগরমল—সুবোধ লাহিড়ী—হিরণ মিত্র—

বীরেশ্বর ঝাঁপ দিবার জন্ত অগ্রসর হইল।

ঘুরিতে ঘুরিতে রাস্তায় গৌড়ানন্দ-আশ্রমের নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা হইল। বীরেশ্বর আগ্রহভরে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল।

স্বামীজী কেমন আছেন?

ভাল আছেন।

আরে, ভাল কথা, আপনাদের সে ললিতাসুন্দরী গেট হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ। অনেক গোলমালের পরে মিটে গেছে সব।

গোলমাল কিসের?

নিত্যানন্দ আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন। বীরেশ্বর খুশিতে হাসিতে লাগিল।

স্বামীজী আর নতুন বই-টই কিছু লিখছেন নাকি?

লিখছেন। ম্যান অ্যাণ্ড মোক্ষ।

ওঃ!

এটাও ভাল হচ্ছে লেখা।

ও—

একটা স্টেশনারি দোকানের সম্মুখে আসিয়া নিত্যানন্দ থামিলেন।

কিছু কিনবেন বুঝি?

হ্যাঁ, একটা চিরুনি কিনতে হবে স্বামীজীর জন্মে। যেটা ছিল, দাঁতগুলো নাকি সবই ভেঙে গেছে তার।

চিরুনি?

হ্যাঁ, একটা ভাল দেখে চিরুনি দিন তো—যশোরের দিন। বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় আর সব।

আচ্ছা, একদিন যাব।—বীরেশ্বর বলিল।

যাবেন। আমাদের প্রতিষ্ঠা-দিবস আসছে। আপনারা যাবেন আমরা আশা করি।

যাব।—বলিয়া বীরেশ্বর বিদায় লইল।

এতে হাসবার কিছু নেই।—বীরেশ্বর নিজের মনে তর্ক করিতে করিতে চলিতেছিল।—আশ্রম করলে মাথায় সিঁথি কাটা যাবে না, এমন কোন কথা নেই। বাজে কথা—

কিন্তু অকারণে বীরেশ্বরের হাসি পাইতেছিল। ম্যান অ্যাণ্ড মোক্ষ!

সাগরমল টাকা ধার দিল সহজেই। সুবোধ লাহিড়ী আশা দিল, একটা সাপ্লায়ের অর্ডার শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। হিরণ মিত্তির ভরসা দিয়াছেন অনেক।

চমৎকার! বীরেশ্বর খুশি হইয়া উঠিল। এই সব পলিমাটিতে যেন বীরেশ্বরের মনটা সাময়িক ভাবে ভবিষ্যতের ফুলে ফলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।—

নূতন বই সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দীপিকা মজুত আছে। নিশ্চিন্ত হইয়া আবার লিখিতেছে। আবার লেখা বন্ধ করিয়া দীপিকাকে পাইল। বই বিক্রয় হইতেছে। বইয়ের টাকা আসিতেছে! সাগরমল, সুবোধ লাহিড়ী, হিরণ মিত্রের প্রয়োজন নাই তাহার। এতদিনে মুক্ত সে। সম্পূর্ণ মুক্ত।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। পলিমাটি সরিয়া যায়। কঠোর সমালোচক মনাংশ অনাবৃত হইয়া বীরেশ্বরকে যেন ভেঙাইতে থাকে।

সেই মনে দেখে—

আকাশে উড়িতে যায় বীরেশ্বর। দই কলা চিরুনি সাগরমল দীপিকারা সকলে মিলিয়া মাটির দিকে টানে।

হ্যাঁ। দীপিকাও।

বীরেশ্বর স্পষ্ট দেখিতে পায়।

টানাটানির অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীরেশ্বর চাঙ্গা হইয়া উঠিল দীপিকার নামে। চুপিচুপি চলিয়া গেল দীপিকার কাছে।